প্ল্যাটফর্ম

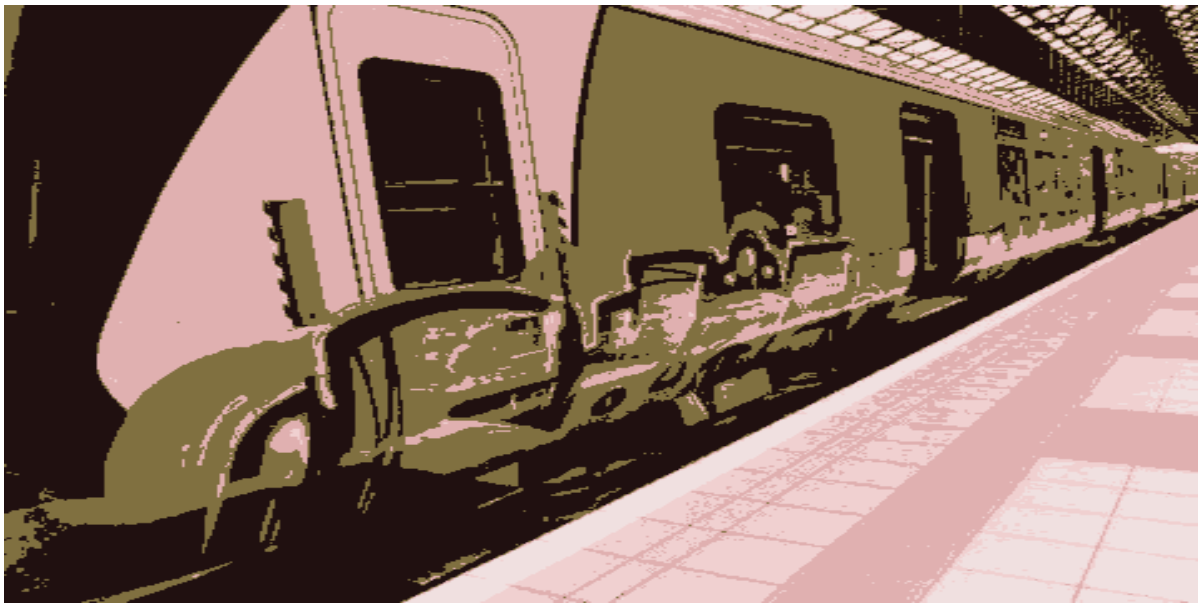

মীর সাদেক হোসেন

উৎসর্গ

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ থেকে
বিদেশে পড়তে গিয়েছিলেন, গেছেন এবং যাচ্ছেন
এমন সকল স্টুডেন্টকে

১.

শুভ্র চোখ মেলে। শীতের সকালে ঘুম ভাঙ্গে কিন্তু আলসি ভাঙ্গে না। চোখ মেলতেই শীতের আমেজ চোখের উপর নতুন করে ভর করে। আরামে চোখ বুঁজে আসে। কাজ-কর্ম যার আছে সে বোঝে আলসি না ভাঙ্গার যন্ত্রণা। শুভ্রর কাজ-কর্ম কিছু হয়নি এখনো। তাই তাড়া নেই বিছানা ছাড়ার। বিছানা বলতে যা বোঝায় শুভ্রর আসলে তা নেই। মানে নেই কোন বিছানার ফ্রেম। আছে শুধু রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা ম্যাট্রেস। তা দিয়ে অবশ্য দিব্যি চলে যাচ্ছে। পড়ার সময় পড়ার ডেস্ক আর ঘুমের সময় বিছানা, স্বপ্নের রাজ্যে মিশে যেতে কোন অসুবিধা হয় না শুভ্রের। আলসি ভাঙ্গার সময়টাতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শুভ্র নিজের সাথে নিজে কথা বলে যায়। মনেহয় দেশ ও দশ নিয়ে তার কত চিন্তা।

একটা সময় ঘুম ভাঙ্গত পাড়ার তরকারিওয়ালা বা মাছওয়ালার হাঁকাহাঁকিতে। সাথে ছিল বাড়ির পাশের বস্তির পোলাপানের দৌঁড়-ঝাপ, রিকশাওয়ালার কারণে-অকারণে বেল বাজানো আর মহিলা যাত্রী দেখলেই, কই যাইবেন আপা, এইদিকে আহেন বলে ডাক। মনেহয় ওই আপার জন্যই যেন রিকশাওয়ালা আজ তার রিকশা নিয়ে বেরিয়েছেন।কোলাহলের কারণে ভোর ছটা মনে হতো দুপুর বারোটা। এইখানে অবশ্য সেই সমস্যা নেই। চোখ মেলতেই প্রথমে চোখে পড়ে পরিষ্কার নীল আকাশ। বায়ু দূষণের জন্য যে সকল উপাদান দায়ী, বাতাসে তার পরিমান অনেক অনেক কম হওয়ার জন্য আকাশটাকে আরও বড় দেখায়।

কিন্তু মানুষ হচ্ছে অভ্যাসের দাস। যখন একটা মানুষের ছাব্বিশটা বসন্ত পেরিয়ে যায় ওই হাঁক-ডাক শুনে তখন ওই হাঁক-ডাকের অনুপস্থিতি একটা শূণ্যতা তৈরী করে। অনেকের জন্য এইসব শূণ্যতার মাত্রা এত বিশাল হয় যে তা নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আর পরিচিত চারপাশ ফেলে যে কোন নতুন পরিবেশেই মানুষের মধ্যে একটা অস্বস্তি তৈরী হয়। নতুন কে মেনে নেওয়ার, নতুনের সাথে ভাব করার অস্বস্তি। মানুষ কেন যে কোন প্রাণির মধ্যেই এই অস্বস্তি তৈরী হয়। ডাঙ্গার পশু-পাখী আর জলের মাছ সবাই দল বেধেঁ চলে। নতুন কে মেনে নিতে পারেনা বলেই তো রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো এত শক্তিশালী প্রাণি যা সুন্দরবনে পাওয়া যায় তা অস্ট্রেলিয়ার মতো মহাদেশে পাওয়া যায় না। আবার অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু বা কোয়ালার দেখা মেলে না অন্য কোন মহাদেশে। কিন্তু মানুষ পারে। কষ্ট করে হলেও পারে। আর সেখানেই তো মানুষে আর পশুতে তফাৎ। মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ট সৃষ্টি। মানুষ পেরেছে বলেই তো আজ চাদেঁর বুকে মানুষের পদ চিহ্ন দেখা যায়। চন্দ্র অভিযানেরও প্রায় চার দশক পেরিয়ে গেছে। এখন তো সবার দৃষ্টি চাঁদ ছাড়িয়ে মঙ্গলের দিকে।

শুভ্রর অবশ্য অস্ট্রেলিয়া আসার পর থেকে মানিয়ে নিতে কোন অসুবিধা হয়নি। শুভ্রের বাবা ছেলেকে শিখিয়ে ছিলেন, কোন মনিষী নাকি বলেছেন “হোয়েন ইউ আর ইন রোম, বিহেভ লাইক রোমানস্” মানে "যখন তুমি রোমে, তখন তুমি রোমানদের মতো আচরণ কর"। এতে নাকি পরিবেশ মানিয়ে নিতে সুবিধা হবে। শুভ্র বাবার কথা মেনে চলেছে আর ফলস্বরুপ মোটামুটি সুখেই আছে। একটাই সমস্যা, এই ক্যাঙ্গারুর দেশে ইংলিশের বদলে যদি বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করা যেত তাহলে দারুন হতো। স্কুল-কলেজের ইংলিশ এক্সজামগুলোতে ভালই নম্বর পেত শুভ্র। কিন্তু পরীক্ষার খাতা আর বাস্তবতা যে এক জিনিস নয়। মুখস্ত করে লিখে দিলেই এক্সজাম শেষ কিন্তু মুখস্ত করে কি আর বাস্তবতা সামলানো যায়? আর ইংরেজী শব্দগুলোও যে সময় মতো কোনটাই বের হতে চায় না। অবস্থা অবলা নারীর মতো, বুক ফাটে তো মুখে ফোঁটে না। মানুষের প্রয়োজন মাত্র দুটো, মানসিক আর শারীরিক। মনের চাহিদা পূরনের জন্য ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু এত চিবিয়ে চিবিয়ে ভাষার ব্যবহারে তো মনের চাহিদা মেটে না। ভাগ্য ভাল শরীরের উপর হাতের বহুবিধ ব্যবহার মানুষ অতি প্রাচীনকালই আবিষ্কার করেছিল। এই আবিষ্কার শুভ্ররও অজানা নয়। হাতের বহুবিধ ব্যবহারই শারীরিক চাহিদাগুলো মিটিয়ে দিচ্ছিল।

নিজের সাথে নিজের কথপোকথন এক পর্যায়ে শুভ্রের মনে পড়ে কদিন আগে এখানকার পত্রিকায় দেখেছিল, এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাত থেকে এক তরুনীর লাঞ্ছিত হবার কথা। পরে সেই তরুনীর বর্ণণা অনুযায়ী পুলিশ সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গ্রেফতার করে। ট্যাক্সি ড্রাইভার স্তুডেন্ট ভিসায় অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিল। কোর্টের আদেশ অনুযায়ী ট্যাক্সি ড্রাইভারের লাইসেন্স তো বাতিল হয়ই সাথে স্তুডেন্ট ভিসাও বাতিল হয়ে যায়। ড্রাইভারকে তিন বছর হাজতবাসের পর দেশে ফিরে যেতে হবে এমন কথাই পত্রিকায় লেখা ছিল। সেই তরুনীর সাহসিকতায় শুভ্র মুগ্ধ। এই তরুনী যদি ঘটনা চেপে যেত, ভাগ্যিস যায়নি, তাহলে তো আর দোষী শাস্তি পেত না। লজ্জায় নিজে নীল না হয়ে যে নিজের অধিকারের জন্য প্রতিবাদ করা যায় এ ঘটনা তারই উপযুক্ত উদাহরণ। এ ধরণের ঘটনায় দোষীর চেয়ে ঘটনার শিকারকেই সামজের সর্বস্তর থেকে সবসময় লাঞ্ছিত হতে দেখেছে শুভ্র। স্মৃতি হাতরে খুঁজে পেল শুধু একবারই দিনাজপুরে পুলিশের হাতে ইয়াসমিন ধর্ষণের ঘটনায় মানুষ প্রতিবাদে ঝাপিয়ে পড়েছিল। তবে প্রতিনিয়তই কেউ না কেউ লাঞ্ছিত হয় কিন্তু সব ঘটনা প্রকাশ পায় না তাই প্রতিবাদও হয়না। দোষী বুক ফুলিয়ে ঘূরে বেড়ায়।

শুভ্র ঘড়ি দেখল। সকাল আটটা ত্রিশ। বারোটায় ক্লাস। আরও কিছুক্ষণ আলসেমি করা যায়। কিন্তু আর না। ঠিক করল আজ ক্লাসের আগে তার প্রাণপ্রিয় বন্ধুদের ইমেল করবে। শুভ্র উঠে পড়ল। ফ্ল্যাটমেটরা এখনও ঘুমে। শুভ্র সকালের নাস্তা সেরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ইউনিভার্সিটির যাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

বাসা থেকে ইউনিভার্সিটি ট্রেনে আধ ঘন্টার পথ। কোথাও ট্রেনে যেতে হবে কথাটা শুনলে একটা সময় শুভ্রর মনেহত গন্তব্য অনেক দূর। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে এসে

জানল এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় বাস, ট্যাক্সির পাশাপাশি ট্রেনেও যাতায়াত করা যায়। এইসব ট্রেনের কথা এতদিন শুধু শুনে এসেছে এখন নিজের চোখে দেখছে। বুয়েটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়রা সময় শুভ্রদের ট্রান্সপোর্টেশনের স্যার খ. আ. মান্নান মানে খন্দকার আব্দুল মান্নান শুভ্রদের ক্লাসে এ ধরণের পরিবহন ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। খআ মান্নান তখন আমেরিকার লসএঞ্জেলসের "ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফর্নিয়া" থেকে ট্রান্সপোর্টেশনে সদ্য পি,এইচ,ডি করে ফিরেছিলেন। ক্লাসে পড়ানোর সময় উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার কথা বলতে যেয়ে প্রায়ই ক্যালিফর্নিয়ার পরিবহন ব্যবস্থার উদাহরণ দিতেন। একবার বলেছিলেন এ ধরণের ট্রেনে নাকি বছরে নয় কোটির বেশী লোক যাতায়াত করে। তখন শুভ্র ভেবেছিল বিদেশ থেকে ফিরে বিদেশী গল্প শোনাচ্ছে। এখন হাতে নাতে প্রমাণ পেয়ে প্রায়ই মনেহয় স্যারে কথা আরেকটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে মন্দ হত না।

যেতে যেতে শুভ্র ভাবতে লাগল কাকে কাকে মেল করা যায়। অনেকের নামই মনে এল। কিন্তু ইউনিভার্সিটি পৌঁছে ইয়াহু খুলতেই বদরুলের ইমেল চোখে পড়ল, যা শুভ্র কখনোই আশাই করেনি। বাংলাদেশে ওর চেয়ে আরও অনেকের সাথেই শুভ্রের ভাল দোস্তী ছিল। কখনো মনেই হয়নি বদরুল শখ করে কারো খবর জানতে চাইবে। বদরুল কথা বলে কম তার ইমেলের সাইজও তেমন। মাত্র এক লাইন। ইংলিশ দিয়ে বাংলায় লিখেছে, “শুভ্র, কেমন আছিস, আপডেট জানাইস।" ইমেল এক লাইনের হলে কি হবে, ইমেল পাওয়া বলে কথা। শুভ্র লিখতে শুরু করল।

"বন্ধু বদরুল,

তোর ইমেল পেয়ে খুবই ভাল লাগছে। এইখানে এমনিতেই বাংলায় কথা বলার লোকের বড়ই অভাব। তাই ইমেল পেলে, বিশেষ করে বন্ধুদের কাছ থেকে ইমেল পেলে খুব ভাল লাগে।

যা হোক, এইবার নতুন জায়গার অভিজ্ঞতা বলি। অস্ট্রেলিয়া এসেছি প্রায় এক মাস হয়ে গেল। কখন যে মাস কেটে গেছে বুঝতেই পারিনি। থাকার মতো একটা জায়গা পাওয়া যে এত ঝামেলা এই ক্যাঙ্গারুর দেশে না আসলে তো জানতামই না। ফ্ল্যাটমেটেরা এখন পর্যন্ত একসাথে থাকার যে কমিটমেন্ট দেখিয়েছে তা এক কথায় অতুলনীয়। রান্না আর বাজারের রোষ্টার করা আছে, ভাগ্য ভাল সবাই তা মেনে চলছে। তাই খাওয়া নিয়ে নো চিন্তা। শুধু খাওয়ার সময় আধা সিদ্ধ, লবনহীন, ঝালবিহীন খাবারগুলোকে একটুখানি কল্পনা মিশিয়ে নিলেই সিদ্দীকা কবিরের রেসিপিতে রান্না করা অসাধারণ কোন খাবারের মতো মনে হয়।

এক সপ্তাহ হল ক্লাস শুরু হয়েছে। ক্লাস শুরু হওয়ার সবচেয়ে ভাল দিকটা হচ্ছে ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া গেছে। যদিও ইউনিভার্সিটিতে আইন আছে, পড়াশোনার কাজ ছাড়া অপ্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহার নিষেধ। ধরা খেলে বড় ফাইন দিতে হবে। প্রিয়জনদের খবর কি অপ্রয়োজনীয়? প্রিয়জনদের খবর জানতে যদি আইনভঙ্গ করে "দুস্য বেনহুর" হতে হয় তাতেও আপত্তি নেই।'

এখনও কাজ-টাজ কিছু পাইনি। বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা যা নিয়ে এসেছিলাম তাই দিয়ে চলছে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে কাজ খুঁজে যাচ্ছি। এখানে সব কাজে পুর্ব অভিজ্ঞতা লাগে। এমন কি রেষ্টুরেন্টে থালাবাসন ধোঁয়ার কাজ তারও অভিজ্ঞতা লাগে, কি হাস্যকর তাই না? অভিজ্ঞতা থাকলে বাসন বেশী পরিষ্কার হয় কিনা কে জানে। আর কাজ না দিলে অভিজ্ঞতা পাব কোথায়, তুই বল? এর কোন জবাব নাই। সোজা কথা "নো অভিজ্ঞতা, নো যব"।

প্রথম যেদিন ইউনিভার্সিটিতে এলাম স্টুডেন্টদের দেখে সেদিন একটু অবাকই হয়েছিলাম। যেদিকেই তাকাই খালি চাইনিজ আর ইন্ডিয়ান। অস্ট্রেলিয়ান প্রায় চোখেই পড়েনা। ভেবেছিলাম প্লেন মনে হয় ভুল জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গেছে। পরে জেনেছি ইউনিভার্সিটির শহরের ভেতরে ও বাইরে অনেকগুলো ক্যাম্পাস আছে। শহরের ক্যাম্পাসে সাধারণত আমার মতো বিদিশীরাই পড়তে আসে।

ভেবেছিলাম ইন্ডিয়া আমাদের প্রতিবেশী দেশ, ওদের সাথে বন্ধুত্ব করা সহজ হবে। তাই ক্লাসের এক ছেলের সাথে কথা বলতে গেলাম। কথার মাঝে আমাকে ও প্রশ্ন করে, আমরা বাংলাদেশে কি হিন্দিতে কথা বলি? প্রশ্ন শুনে আমার তো মাথা খারাপ হবার জোগাড়। মনে মনে বললাম, শালা, আমরা তোদের প্রতিবেশী দেশ আর তুই জানিস না আমরা কোন ভাষায় কথা বলি? বড় দেশ থেকে এসেছিস বলে কি আমাদের চেয়ে খুব বড় হয়ে গেছিস? আমি আমার রাগ প্রকাশ না করে জানতে চাইলাম, তোমার কেন মনে হল আমরা বাংলাদেশে হিন্দিতে কথা বলি? আমার প্রশ্ন শুনে ও বলল, ওর সাথে আরও কিছু বাংলাদেশীর কথা হয়েছে, সেই সব বাংলাদেশীরা নাকি ওর সাথে হিন্দিতে কথা বলেছে। তাই ওর ধারণা আমরা বাংলাদেশে হিন্দিতে কথা বলি। কি অবাক কান্ড দেখেছিস। যে ভাষার জন্য এত বিসর্জন, এত ত্যাগ সেই দেশের মানুষ আমি, এমন কথা শুনলে কেমন লাগে? তবে ওর অজ্ঞাতার চেয়ে আমার দেশীয়দের এমন কান্ডজ্ঞানহীনতার জন্য বেশী রাগ হচ্ছিল। বহু ভাষাবিদ হওয়াতে দোষের কিছু নাই কিন্তু তার কারণে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে সেটা তো ঠিক নয়। আর আগ বাড়িয়ে হিন্দিতে কথা বলতে যাওয়ারই বা কি দরকার? এখন পর্যন্ত তো দেখলাম না কোন ইন্ডিয়ান বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছে। নিজেরা যদি নিজেদের ভাবমূর্তি নষ্ট করি তাহলে কার কি বলার থাকে... তুই বল।

এবার অন্য কথা বলি। এতদিন বিদেশী গল্প, উপন্যাসে পড়েছি এখন নিজের চোখে দেখি। নারী-পুরুষের ভালবাসা, মিলনের গল্প এগুলো এখন ব্যাকডেটেড। বর্তমানের ধারা মনেহয় নারীতে-নারীতে, পুরুষে-পুরুষে, সমলিঙ্গে প্রেম। আশেপাশে তাকালে তো তাই মনেহয়। বছরের একটা বিশেষ দিনে নাকি উৎসব মুখর পরিবেশে এদের মিছিলও বের হয়। এখন নাকি এইসব কপোত-কপোতীরা নিজেদের অধিকার দাবীতে কোর্টের সাথে লড়াই

করে যাচ্ছে। তারা স্বামী-স্ত্রীর অধিকার চায়। সমলিঙ্গে কে স্বামী কে স্ত্রী? দোস্ত, মনেহয় এরই নাম কলিকাল। আমাকে নিয়ে যদি তোর মনে কোন সন্দেহ থাকে তাই বলে রাখছি, আমি এখনও ব্যাকডেটেড।

ব্রাজিলিয়ান সকার, ব্রাজিলিয়ান সাম্বার কথা শুনেছিস অথবা পেপারে পড়েছিস কিন্তু ব্রাজিলিয়ান ওয়াক্সিংয়ের কথা কি শুনেছিস? এইখানে না এলে হয় তো এই জ্ঞান অজানাই থেকে যেত। দোস্ত, ক্লাসে যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে। আর একদিন তোকে কেশ অপসরণের এই পদ্ধতি বিস্তারিত জানব। অপেক্ষায় রাখার জন্য দুঃখিত বন্ধু। ভাল থাকিস।

শুভ্র।"

শুভ্র মেইল লেখা শেষ হলে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে ইউনিভার্সিটির ফোইয়ারের দিকে হাটঁতে লাগল। হাটঁছে আর ভাবছে মাষ্টার্সের ক্লাসগুলো যেন বাংলা সিনেমার মতন। শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না। মাষ্টার্সের আরেক নাম ধৈর্য পরীক্ষা হলে মন্দ হতো না। কিন্তু খালি পড়লেই কি মাষ্টার হওয়া যায়? কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই না মাষ্টার হতে হয়। শুভ্র ভাবে, আমাদের তো স্কুল, কলেজ আর ইউনিভার্সিটির বাঁধা পেরিয়ে জীবনের হাল ধরতে ধরতে গড় আয়ু যত তার অর্ধেকটাই শেষ হয়ে যায় আর উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে সেই একি বয়সের একটি ছেলে বা একটি মেয়ে কর্মক্ষেত্রে চার থেকে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেলে। তাই তো এরা উন্নত বিশ্ব। সব কিছুতেই গতিশীল। থাক এতো ভেবে আর কি হবে। এখন বাংলা সিনেমার মতো লম্বা ক্লাসটাতে নিজেকে চাঙ্গা রাখার জন্য এক কাপ গরম চা অথবা কফি দরকার। সেই আশায় কম্পিউটার রুম ছেড়ে ব্লিডিংয়ের ফইয়ারে উদ্দেশ্যে রওনা হল। কফি কিওস্কের সামনে দারুন ভিড়। মনেহয় শুভ্রের মতো সবারই ক্লাসগুলোকে বাংলা সিনেমার মতো লম্বা লাগে। আর কফি যখন ফ্রি তখন ভিড় তো হবেই। ফ্রি জিনিসের মায়া সবার। কফি কিওস্কের সামনে শুভ্র ঢাকার এক পরিচিত বড় ভাই রবিনকে দেখতে পেল। হঠাৎ হঠাৎ এই বিদেশের মাটিতে দেশীয় মানুষের দেখা পেল সবারই ভাল লাগে, তার উপর তিনি যদি হন পরিচিত তবে তো কথাই নাই। শুভ্র কফি নিয়ে রবিনের দিকে এগিয়ে গেল।

'রবিন ভাই, কেমন আছেন?'

'ভাল। তুমি?'

'এই তো।'

'এলে কবে?'

'এক মাস হয়ে গেল।'

'অস্ট্রেলিয়া কেমন লাগছে?'

'খারাপ না।'

'বাসা পাইছ?'

'জ্বি, চারজনে মিলে দুই বেডরুমের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। ষ্টেশন থেকে সাত-আট মিনিটের হাঁটা পথ।'

'ফ্ল্যাটমেটরা কেমন?'

'ভাল। ঢাকা থেকে পরিচয়। আপনি কোথায় থাকেন?'

'আমারও একি অবস্থা। তোমাদের মতো তিন বন্ধু মিলে ইউনিট ভাড়া নিয়েছি। ষ্টেশনের কাছেই।'

'কাজ-টাজ পাইছ?' কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে রবিন জানতে চাইল।

'না, এখনও পাইনি।'

'খুঁজছ?'

'খুঁজি না আবার। অবসরের মেইন অ্যাক্টিভিটি তো কাজ খোঁজা। আপনি কি করেন?'

'আমি এখানকার ওসি।'

'ভাইয়া কি পুলিশে জয়েন করছেন নাকি?'

একটু মচকি হেসে রবিন উত্তর দেয়, 'নারে ভাই, ওসি মানে অফিস ক্লিনার।'

'ও তাই বলেন। টাইটেলটা শুনতে বেশ।'

'তুমি কি ধরণের কাজ খোঁজ?'

'কোন বাদ বিচার নাই ভাই। যা পাব তাই করব।'

'গুড থিংকিং। ক্লিনিং করবা?'

'নো প্রবলেম।'

'খুব সকালে উঠতে হবে কিন্তু।'

'রাজি।' মাথা নেড়ে শুভ্র উত্তর দেয়।

'মোবাইল নিছ?'

'হু।'

'নাম্বারটা দাও, সময় মতো খবর পাবা।'

'থ্যাংক ইউ ভাইজান। কাজ পেলে ভালই হয়।'

'ডোন্ট ওরি মেইট, পেয়ে যাবা। ক্লাস আছে?'

'জ্বি।'

'আমারও আছে। দেখা হবে। ভাল থেকো। বাই।'

'বাই।'

২.

এক ক্লান্ত বিকেলের ঘটনা। চারদিকে বিকেলের কনে দেখা মায়াবী আলো ছড়িয়ে। ঢাকা শহর তখন দিনের ক্লান্তি মাড়িয়ে সাঝেঁর আলো ঝালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। টিউশনি শেষ করে ২২৫ স্রেন্টাল রোডের লাল কলাপসিবল গেট দিয়ে বেরিয়ে এল বিশ কি একুশ বছরের এক যুবক। ইচ্ছে স্রেন্টাল রোড ধরে ল্যাব এইড পেরিয়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড় থেকে মতিঝিলের বাসে উঠা। মতিঝিলে আপার বাসা। গেট থেকে বাসস্টপ মিনিট দশেকের হাঁটা পথ। পথের প্রায় মাঝামাঝি মতি মিয়ার চায়ের দোকান। সিগারেট কেনার কারণে যুবকের সাথে মতি মিয়ার সৌজন্যমূলক কিছু আলাপ আগে হয়েছে। সেদিন সিগারেট না কিনলেও চলে তাই যুবক না থেমে এগিয়ে চলে বাসস্টপের উদ্দেশ্যে। চায়ের দোকানে প্রতিদিন বিকেলের মতো সেদিনও ভীড়। দোকানের দুপাশে রাখা বেঞ্চে আট-নয় জনের একটি দল। সবার হাতে চায়ের কাপ। যুবক মতি মিয়ার চায়ের দোকান পেরিয়ে কিছুদূর এগুতেই শুনতে পেল পেছন

থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, ঐ তোর মায়ের আমি...। আরেক জন একি স্বরে উত্তর দিল, আমার মায়ের তুই কি কইলি?

টিউশনি শেষ করা যুবক চিৎকার শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখে চায়ের দোকানে মতি মিয়া বাদে সবার হাতে চায়ের কাপের বদলে কিরিচ, রড আর হকিস্টিক। মুহূর্তে সেন্ট্রাল রোড রণক্ষেত্রের পরিণত হল। যে যেখানে ছিল নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে দৌড়তে শুরু করল। যারা স্রেন্টাল রোডের গা ঘেষা বাড়িগুলোর গেটে দাড়িঁয়ে ছিল তারা ভেতরে ঢুকে গেট আটকে দিল। হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে স্রেন্টাল রোডের আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। কিসের আওয়াজ তা নিয়ে গবেষণা করার সময় নেই কারো হাতে। আর দেরী হলে জীবন বাঁচানো কঠিন হয়ে যেতে পারে।

দিশেহারা যুবকের যখন জীবন-মরণ অবস্থায় ঠিক তখনি আরেক যুবক দুয়ার খুলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে সাকিবের সাথে শুভ্রর পরিচয়। সেই বন্ধুত্ব এখনো অটুট। ওই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি জন্য সাকিবের ওইদিন আপার বাসায় যেতে অনেক রাত হয়েছিল।

শুভ্র ও সাকিবের অপর দুই ফ্ল্যাটমেট সজল আর তারেক। জিয়ার বন্দরে ওদের সাথে পরিচয়। প্লেনে কাকতালীয়ভাবে সজল আর তারেকের পেছনের সিটে বসেছিল শুভ্র ও সাকিব। উদ্দেশ্য আর গন্তব্য এক হওয়ায় আর মতের মিল থাকায় বন্ধুত্ব হতে সময় লাগেনি একটুও।

সিডনী শহরের লাকেম্বা সাব-আর্বের বাংলায় যাকে আমরা মহল্লা বলি তার ২৩ নম্বর ক্যাথরিন স্ট্রীটে শুরু হয় চারজনের নতুন জীবন। যে জীবনে সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, বাড়ি ফিরে উপদেশের বাণীতে ক্ষত-বিক্ষত হবার চিন্তা নেই। যখন মন যা চাই করতে কোন বাধা নেই। জীবন নামক ঘোড়ার লাগাম এখন নিজের হাতে। লাগাম নিজের হাতে নেওয়ার সমস্যাও কিন্তু কম নয়। জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো মিটানোর দ্বায়িত্ব তখন আপনা থেকেই সিন্দাবাদের ভূতের মতো কাঁধে চেপে বসে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ এমনি যে মৌলিক চাহিদা কেন যেকোন চাহিদা মিটানোর দ্বায়িত্ব তখন আর সিন্দাবাদের ভূত বলে মনেহয় না। মৌলিক চাহিদাগুলো মিটানোর জন্য একটা কিছু করলেই হল। সেই সূত্র মতে সাকিব হোটেলের হাউসকিপিংয়ে, সজল রেষ্টুরেন্টে আর তারেক গ্যাস স্টেশনে কাজ করছে। শুধু শুভ্র এখনও কোথাও ঢুকতে পারেনি।

সাকিব কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে শুভ্রকে দেখতে পেল। মুখ ভার করে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। সাকিব জিজ্ঞেস করল,'কিরে খবর কি?'
'নো নিউজ।'
'নো নিউজ ইজ গুড নিউজ।'
'ইয়ার্কি মারিস না। তোর কাজ কেমন চলছে?
পরিশ্রান্ত শরীর রুমের অপর পাশে রাখা ম্যাট্রেসে এলিয়ে দিয়ে বলল 'চলে যাচ্ছে আর কি। এত এত পড়ে এখন হোটেলের রুম পরিষ্কার করা, এই ছিল কপালে।'
'তাও ভাল, মাধবীদের মতো দেহের বিনিময়ে তো খাদ্য চাইতে হচ্ছে না।'
'মানে?' শুভ্রর কথা বুঝতে না পেরে সাকিব জিজ্ঞেস করে।
'না বুঝলেও চলবে দোস্ত। এমনি বলেছি।'
'তুই কি হানা কে চিনিস?'
'হানাটা আবার কে?'
'আরে ক্লাসের ওই জার্মান ব্লন্ড মেয়েটা।'
'তুই ওকে চিনলি কি করে?'
'এই তো একদিন কথা হল। ও কিভাবে টিউশন ফি ম্যানেজ করে জানিস?'
'আমি তো ওকে চিনিই না, ও কিভাবে টিউশন ফি ম্যানেজ করে সেটা জানব কি করে?'
'ও সপ্তাহের তিন রাত নাইট ক্লাবে নাচে। তাতে নাকি বেশ ভাল ইনকাম হয়। বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া দিয়ে নাকি টিউশন ফিও ম্যানেজ হয়ে যায়। নাচ দেখবার জন্য আমাকে ওর নাইট ক্লাবেও যেতে বলেছে।'
'হানা, নাইট ক্লাবে নাচে, এই কথা ও তোকে বলেছে?'
'হু, হানা নিজে আমাকে বলেছে।'
'চাপা মারা বন্ধ কর।'
'দোস্ত, এরা কারো পরোয়া করে না। এদের কাছে সব কাজই কাজ। তা সে দেহ দেখিয়ে হোক আর ঢেকেই হোক। তাই তো এরা উন্নত বিশ্ব। তোর বিশ্বাস না হোলে তুই হানাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস।'
'থাক হানার কথা জেনে আমার কাজ নেই। আমার এখন যা দরকার তার নাম কর্ম। তোরা কি সুন্দর টপাটপ কাজে ঢুকে গেলি আর আমি এখনও কিছুই বাগাতে পারলাম। রবিন ভাই বলেছিল খবর দিবে, তারও কোন খবর নাই। মনেহয় আমার ব্যাডলাকটা একটু বেশী খারাপ।'
ঠিক তখনি শুভ্রর মোবাইল বেজে উঠল। স্ক্রিনে রবিন ভাইয়ের নাম। শুভ্র আনন্দিত হল। বলল, 'হ্যালো, রবিন ভাই কেমন আছেন?'
'ভাল', ওপাশ থেকে রবিন উত্তর দিল। 'তোমার কি অবস্থা? কাজ-টাজ পাইছ কিছু?'
'অবস্থা ভাল না, এখনও বেকার।'
'একটা ওসি-র পোষ্ট খালি আছে। করবা নাকি?'
শুভ্র তাড়াতাড়ি উত্তর দিল 'করব না আবার। কখন, কোথায়? ডিটেলস বলেন।'

রবিন ওপাশ থেকে ডিটেলস বলে। শুভ্র মনোযোগ দিয়ে শুনে যায়। ওসি মানে অফিস ক্লিনিং জীবনের মোড় ঘুড়ানো কোন কাজের মধ্যে পড়ে না। তারপরও শুভ্রর কাছে সিডনী শহরের গতিময় কর্মজীবনে প্রবেশের আনন্দ কোন অংশে কম হল না।

৩.

শুভ্র, সাকিব, সজল আর তারেক যে এলাকায় আস্তানা গেড়েছে সেই লাকেম্বায় বাংলাদেশীর সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। অস্ট্রেলিয়ায় যে এলাকাগুলোতে বাংলাদেশীদের বসবাস তার মধ্যে লাকেম্বা অন্যতম। বসবাসকারীদের বেশী ভাগই স্টুডেন্ট। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে ইংলিশের পাশাপাশি বাংলায় কথোপকথন দৃষ্টি কাড়ে। এদের চাহিদাকে পুজিঁ করে এখানে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু বাংলাদেশী গ্রোসারি স্টোর। বিদেশে দেশের স্বাদ। খাবার থেকে শুরু করে চিত্তবিনোদনের জন্য পাওয়া যায় দেশীয় নাটক/ম্যগাজিনের ডিভিডি। দারুন ব্যবসা। বিদেশের মাটিতে দেশের স্বাদ পেয়ে ক্রেতা খুশী আর টাকায় কেনা জিনিস ডলারে বিক্রি করে বিক্রেতাও খুশী। যেন, "আমরা সবাই জয়ী, এই ক্যাংঙ্গারুর রাজত্বে, নইলে মোরা সবার সাথে মিলব কি শর্তে"।

যিনি প্রথম লাকেম্বায় বাংলার গোড়াপত্তন করেছিলেন তার নাম ইতিহাসের পাতায় খুঁজলে পাওয়া যাবে না কিন্তু তার পথ অনুসরণ করে যে হারে বাংলাদেশীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে কিছুদিনের মধ্যে চাইনিজদের যেমন চায়না টাউন থাকে তেমনি লাকেম্বার নাম বাংলা টাউন হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ম্যাকডোনাল্ড স্ট্রীটে এতো বাংলাদেশী থাকে যে পুরান ঢাকার মদনলাল স্ট্রীটের কথা মনে পড়ে যায়। শুভ্রর কিশোর বয়সের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই মদনলাল স্ট্রীট কে ঘিরে। চাকুরির কারণে শুভ্রের বাবা বগুড়া থেকে ঢাকায় বদলি হয়ে এলে স্বপরিবারে পুরান ঢাকার মদনলাল স্ট্রীটে "দিয়ার পার্চিল" নামের একটি বাসায় উঠেছিলেন। রাস্তার দু পাশে গায়ে গা লাগানো বাড়িগুলো, চাইলে একটা থেকে আরেকটায় লাফিয়ে যাওয়া যেত। ঘুড়ি কাটাকাটি খেলার সময় এই পদ্ধতি দারুন কাজে দিত। মদনলাল স্ট্রীট এত সরু ছিল যে পাশাপাশি দুটো রিকশা যেতে নিলে রাস্তায় জ্যাম লেগে যেত। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিবেচনায় ম্যাকডোনাল্ড স্ট্রীটে অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। আর খাবারের উচ্ছিষ্ট যত্রতত্র পড়ে থাকে না তাই নগরে থাকে বলে যে কাকের নাম হয়েছিল নাগরিক পাখী এখানে তার দেখা পাওয়াও দুর্লভ।

নতুন জায়গা, নতুন লোকালয়ের সাথে আত্মস্থ হতে কিছুটা সময় লাগে। সেই সময়টা পারিয়ে গেলে আস্তে আস্তে পরিচিত মানুষের সংখ্যা বাড়ে। সময়ের সাথে সাথে শুভ্রেরও পরিচয় ঘটে প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশীর সাথে। সে রকমই একজন হলেন শফিকুর রহমান। ট্রেনে পরিচয়। বেশ কথা বলেন। উন্নত জীবনের আশায় বছর দুয়েক আগে পরিবার আর সাত এবং আট বছরের দুই পুত্রসহ অস্ট্রেলিয়া এসেছেন। বয়সে বড় বলে, শুভ্র ভাই বলে ডাকে। দেশ-বিদেশের খবর জানতে চাইলে শফিক ভায়ের সাথে একবার দেখা হওয়াই যথেষ্ট। রাজনীতি ওনার প্রিয় বিষয়। একবার শুরু করলে মেগা সিরিয়াল নাটকগুলোর মতো চলতেই থাকে। তখন থামানো কঠিন। তবে মানুষ ভাল। শুভ্রর তাই মনেহয়। শুভ্রর সাথে শফিকের সাধারণত দেখা হয় কাজ থেকে ফেরার সময়। উনিও হয়তো রাতে কাজ করেন। কি কাজ করেন শুভ্র কখনো জিজ্ঞেস করেনি।

কাজ থেকে ফেরার পথে শুভ্রর সাথে ট্রেনে শফিকের দেখা হল। শফিকের সাথে একটা মস্ত ঝোলা তা শুভ্রর দৃষ্টি এড়ালো না। শুভ্র শফিকের পাশে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, ' শফিক ভাই, কেমন আছেন?'

'ভাল। তুমি কেমন?'

'এই তো।'

শুভ্র বসার পর থেকে বাতাসে কড়া গন্ধ অনুভব করল। গন্ধটা পিৎজার গন্ধের মতন। ক্ষুধার্ত পেটে মোচড় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। শুভ্র প্রথমে ভেবেছিল কেউ হয়তো পিৎজার উচ্ছিষ্ট ফেলে গেছে। এক ধরণের অস্বত্তি হতে লাগল। সিটের নিচে এবং আশে-পাশে খুঁজে দেখল। হঠাৎ শফিকের ঝোলাটার দিকে চোখ পড়ল। শফিক শুভ্রের খোঁজা-খুঁজি দেখে জানতে চাইল, 'তুমি কি কিছু খুজঁছ?'

'না। তবে আপনি কি পিৎজার গন্ধ পাচ্ছেন?'

'ও তাই বল। ওতো আমার ব্যাগে তাই গন্ধ পাচ্ছ।'

'আপনার ব্যাগে কেন? পিৎজার সাথেতো বক্স দেওয়া হয়।'

'ছিল। দেখছ তো ঝোলার সাইজ। জায়গা হচ্ছিল না তাই ফেলে দিয়ে প্লাষ্টিক দিয়ে মুড়ে নিয়েছি।'

'পিৎজা দুমড়ে-মুচরে নষ্ট হয়ে যাবে না। বক্স ফেলে দিলেন কেন?'

'আর বল না ভাই, সমাজে থাকতে গেলে যে কত ত্যাগ করতে হয় আর কি বলব। এ তারই একটা নমুনা মাত্র। আমি যে এলাকায় থাকি সেখানে বেশ কিছু বাংলাদেশী ফ্যামিলি থাকে। ওই সব ফ্যামিলি ধর্মের ব্যাপারে কত সিরিয়াস তা জানি না তবে খাওয়ার ব্যাপারে হালাল-হারাম নিয়ে মারাত্মক সিরিয়াস। যদি দেখে আমি পিৎজা নিয়ে বাসায় ফিরছি তাহলেই হয়েছে। এক ঘরা করে ছাড়বে। অস্ট্রেলিয়া আসার পর থেকে ওদের সাথে উঠাবসা। এমনিতে দেশের বাইরে পরিচিত জনের সংখ্যা কম তার উপর যে অল্প কজন মানুষের সাথে পরিচয় তারও যদি কথা বলা বন্ধ করে দেয় তাহলে তো জীবন ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। আবার আমার বাচ্চাগুলো ওদের বাচ্চাদের সাথে খেলে। তারাও একা হয়ে পড়বে। বাচ্চারা পিৎজা খাবার বায়না ধরেছে। ওদের কি আর হালাল-হারাম বোঝার বয়স হয়েছে, বল। তাই বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে এই ব্যবস্থা।'

'বলেন কি, অবস্থা তো বেশ সিরিয়াস। এ ধরণের কাহিনী তো গল্প-উপন্যাসে পড়েছি এখনতো দেখছি বাস্তব।'

'বাস্তবে ঘটে বলেই তো সাহিত্যিকরা এইসব গল্প-

উপন্যাসে লেখেন।'
'কিন্তু শফিক ভাই, পিৎজা হারাম হতে যাবে কেন?'
'আমার শুভাকঙ্ক্ষীরা বলেন, পিৎজায় যে মাংস ব্যবহার করা হয় তা হালাল উপায় কোরবাণী করা পশুর মাংস নয় তাই পিৎজা হারাম।'

'বাচ্চাদের তো পিৎজা খাইয়ে পিৎজার ভক্ত বানিয়ে ফেলছেন, আরেকটু যখন বড় হবে, সব কিছু বুঝতে শিখবে তখন ফেরাবেন কি করে?'
'আমি আমার কাজ করেছি। ওরা ওদেরটা বুঝে নেবে।'
'বাচ্চারা প্রশ্ন করে না, সবাই বক্সে করে পিৎজা বাড়ি নিয়ে খায় আর আমরা কেন ঝোলায় করে এনে খাই?'
'এখনও করেনি। তবে হয়তো খুব শীঘ্রই প্রশ্ন করা শিখে ফেলবে।'

শুভ্র মনে মনে ভাবে, কদিন আগে পত্রিকায় দেখেছিলাম মানুষ নাকি আর কদিনের মধ্যে জেনে যাবে সৃষ্টির সকল রহস্য। এই গবেষণার জন্যে পৃথিবী পৃষ্টের প্রায় একশ পচাঁত্তর মিটার নিচে সুইজারল্যান্ড আর ফ্রান্সের সীমানায় তৈরী করা হয়েছে সাতাশ কিমি পরিধির বিশাল সুড়ঙ্গ। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে জানা যাবে ভরের উৎস কি, কি দিয়ে তৈরী এই বিশ্বব্রহ্মান্ড। সারা পৃথিবী যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে সৃষ্টির রহস্য হরণের আশায় তখন পিৎজার মাংস হালাল না হারাম তা খুব সেকেলে শোনায়। মনেহয় মানুষের বসবাস এখনও মধ্যযুগে।

ট্রেনে যাতায়াতের কারণে শুভ্রের সাথে শফিকের প্রায়ই দেখা হতে লাগল। বাতাসে লুকানো খাবারের গন্ধও কখনও কখনও পাওয়া গেল। শফিকের ঝোলা সাথে থাকায় গন্ধের উৎপত্তি স্থল নিয়ে শুভ্রের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। সপ্তাহখানেক যাবার পর একরাতে ক্লাস থেকে বাড়ি ফেরার ট্রেনে শফিকের মাধ্যমেই সুজা নামের এক বাংলাদেশীর সাথে শুভ্রের পরিচয় হল। শফিকের প্রতিবেশী। মুখে চাপ দাঁড়ি। গোড়ালির উপর প্যান্ট পড়েন। ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস মনে হল শুভ্রের। শফিক ওনাকে ভাই সম্বোধন করায় শুভ্রও নামের শেষে ভাই জুড়ে দিয়ে সুজা ভাই বলে সম্বোধন করল। বয়সে বড় হলেও সুজাও শুভ্রকে একি ভাবে সম্বোধন করল।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরী হওয়ায় কাজে যাবার আগে কিছু খাওয়া হয়নি। সারাদিনে ঠিকমতো খাওয়া হয়নি। তার উপর ক্লাসের লম্বা লেকচারের পর ক্ষুধা চরমে উঠল। খিদেয় পেট চো চো করতে লাগল। ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে এসে দেখল ট্রেন আসতে এখনও কিছু সময় বাকী। তাই পেট ঠান্ডা করতে পাশের ম্যাকডোনাল্ডেসে ঢুকে পড়ল। বিগ ম্যাক, কোক আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস নিয়ে শুভ্র যখন খাওয়ায় ব্যস্ত ঠিক তখনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে সময়ের আগে প্ল্যাটফ্রমে ট্রেন এসে হাজির। ট্রেনে খাওয়া নিষেধ, ধরতে পারলে জরিমানা। তাই বলে তো আর কষ্টে পয়সায় কেনা আহার ফেলে দেয় যায় না। শুভ্র ম্যাকডোনাল্ডসের প্যাকেট নিয়ে উঠে পড়ল।

ট্রেনের মুখোমুখি সিটের একপাশে শুভ্র ওপর পাশে শফিক আর সুজা। ট্রেনে খাওয়া নিষেধ তাই প্যাকেট হাতে নিয়ে শুভ্র বসে রইল। সবার মধ্যে কিছুক্ষণ সৌজন্যমূলক কথা-বার্তা চলার পর সুজা শুভ্রকে প্রশ্ন করল, 'ভাই কি মুসলমান?'
শুভ্র এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার জন্যে পাল্টা প্রশ্ন করল, ' কি বললেন ভাই?'
'না জানতে চাচ্ছিলাম, ভাইজান কি মুসলমান?'

প্রশ্নধারা কোন দিকে আগাচ্ছে শুভ্র ঠিক বুঝতে পারল না তবে উত্তরে বলল, 'মুসলমান। একথা কেন জিজ্ঞেস করলেন?' শুভ্র মনে মনে বলল এখন বক্তৃতা শুরু না করলেই হয়। মনের অনুরোধ অন্য কারো মনে প্রভাব ফেলল না।
সুজা তখন ম্যাকডোনাল্ডসের প্যাকেট দেখিয়ে বলল, 'আপনি মুসলমান হয়ে হারাম খাচ্ছেন। বার্গার যে মাংস দিয়ে তৈরী করা হয়েছে তা কি হালাল মাংস?

শুভ্র যা ভেবেছিল ঠিক তাই হল। সুজা হালাল-হারাম নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করল। শুভ্র যে হাবিয়ায় যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছে তা বিভিন্ন ভাবে বঝাতে লাগল। বক্তৃতা থামার কোন লক্ষন দেখা গেল না। শুভ্র মনে মনে বলল, 'হালাল-হারাম নিয়ে যে এত মাথা ব্যথা, কিন্ত এই হারামীরাই তো এই দেশ চালাচ্ছে। শুধু খাদ্যদ্রব্যের বেলাতেই হালাল-হারাম। খাদ্যের উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বিবেচনা করলে তো ডলারও নেওয়া উচিত না।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মকে পুজি করে বাংলার মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়েছিল। ধর্মকে পুঁজি করে সুজা ভাইয়ের মতো মানুষদের কি ফায়দা কে জানে? তাও আবার অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে।
আর যাই হোক ভেবে ভেবে সুজা ভাইয়ের বক্তৃতা থামানো যাবে না। ধরনী তুমি দ্বিধা হও আমি তোমাতে আত্মগোপন করি।' শুভ্রের প্রার্থণা মতো ধরনী দ্বিধা হল না তবে পরবর্তী স্টেশন চলে আসায় ট্রেন থামল আর ট্রেনের দরজা খুলে গেল। শুভ্র দেখল এই সুযোগ। কাজ আছে বলে দ্রুত নেমে গেল। পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ম্যাকের বার্গার শেষ করল।

শুভ্র বাড়ি ফিরে দেখল এখনও ফ্ল্যাটমেটরা কেউ ফেরেনি। বাইরের পোশাক ছেড়ে শোবার পোশাক পড়ে নিয়ে ঘুমোবার আয়োজন করল। রাত বারোটার আগে যেখানে শোয়াই হত না এখন ভোর রাতে কাজে যাবার জন্য ঘুমাতে যেতে হচ্ছে রাত দশটার মধ্যেই। বারোটার হিসেবে রাত দশটা তো সন্ধ্যা রাত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "পার্থিব" নিয়ে শুয়ে পড়ল। বই পড়তে

পড়তে যদি দ্রুত চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে তাহলে ঘুমাতে সুবিধা হবে। দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল।

সাকিব ঘরে ঢুকে শুভ্রকে শুয়ে থাকতে দেখল। পিঠে ঝোলানো ব্যাকপ্যাক রেখে কাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে শুভ্রকে প্রশ্ন করল, 'কিরে ওসি, খবর কি? এখন তোর দেখা পাওয়াই যায় না।'

'আর বলিস না। এই কনকনে শীতের মধ্যে ভোররাতে আরামের ঘুম ছেড়ে কাজে যেতে কি আর কারো ভাল লাগে?'

সাকিব শুভ্রের কথা শুনে মুচকি হাসে।

'হাসিস না।'

'যখন কাজ পাসনি তখন তো বলতি যা পাবি তাই করবি। সেই জোস এখন কোথায়?'

'দোস্ত, ঘুমের সাথে মনেহয় সব জোস বেরিয়ে গেছে।' বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে জিজ্ঞেস করে, 'তোর কি অবস্থা? খুব আনন্দে আছিস মনে হচ্ছে। তোর ওই জার্মান হানা-র নাচ দেখে এলি নাকি?'

'আবার জিগায়! দোস্ত, পোল ধরে দোল খাবার ব্যাপার যে এত শৈল্পিক হতে পারে না দেখলে তো বুঝতেই পারতাম না। তোকেও একদিন নিয়ে যাব। দেখলে বুঝতে পারবি।'

'ওকে যাবনে তবে এখন ঘুমিয়ে পড়ব, তা না হলে অত ভোরে উঠতে পারব না।

'ঠিক আছে ঘুমা পরে কথা হবে। আমি খেয়েনি। খিদায় পেট জ্বলছে।'

'গুড নাইট দোস্ত।'

'গুড নাইট।'

শুভ্র ঘড়িতে অ্যার্লাম দিয়ে লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। যে ঘড়ি উপর বিশ্বাস করে শুভ্র গভীর ঘুমে হারিয়ে ছিল সেই ঘড়ি কিছুক্ষণ পর আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাটারী শেষ। তাই ঘড়ির অ্যালার্মে বদলে শুভ্রের ঘুম ভাঙ্গে মোবাইলের রিংটোনে। শুভ্র ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে। বুঝতে বাকি থাকে না যে, সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। মোবাইল স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখে সকাল ৯টা ৩০ বাজে আর রবিন ভাইয়ের নাম। শুভ্র মোবাইল কানে দিয়ে বলল, 'হ্যালো।'

'হ্যালো শুভ্র, তুমি কোথায়?

'বাসায়।'

'বাসায় মানে? কাজে আসনি কেন?'

'ঘড়ির ব্যাটারী শেষ হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। তাই টাইমলি অ্যালার্ম বাজেনি।'

'মোবাইলে অ্যালার্ম দিতে পারনি? যাহোক, তোমার একটা খারাপ খবর আছে। ওসির সুপারভাইজার তোমাকে কাজে আসতে মানা করে দিয়েছে।'

'ও'

শুভ্রের ম্লান গলার স্বর শুনে ওপাশ থেকে রবিন বলল, 'মন খারাপ করো না। আবার কাজ খোঁজ। পেয়ে যাবা।'

'আমার জন্য সুপারভাইজার আবার আপনাকে কিছু বলবে না তো?'

'আমার জন্য ভেব না। এখন রাখছি। পরে কথা হবে। বাই।'

'বাই।'

৪.

সারাদিন আর শুভ্র কোথাও বের হল না। ভবিষ্যৎ-এর কথা ভেবে ভেবে শুয়ে বসে দিন পার করল। বিকেলে ইউনিভার্সিটি গেল। ক্লাস শুরুর আগে কফি কিওস্কের সামনে যথারীতি ভীড়। যখন সুযোগ মিলল এক কাপ কফি নিয়ে ফোইয়ারে বসে উদাশ ভঙ্গিতে চুমুক দিতে লাগল। এক সময় পেছন থেকে সাকিবের গলা শোনা গেল।

'কিরে হতাশ কেন?'

'কাজ থেকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছে।'

'এত তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিল?'

'ঘড়ির ব্যাটারী শেষ হয়ে গিয়েছিল। অ্যালার্ম বাজেনি। ঘুম ভাঙ্গেনি। কাজে যেতে পারিনি। সেই অজুহাতে বিদায়।'

'হুম। কিন্তু ভেবে দেখ তোকে আর কষ্ট করে অত ভোরে কাজে যেতে হবে না। আরও অনেকক্ষন স্বপ্ন দেখতে পারবি।'

'খালি স্বপ্ন দেখলে কি আর পেট চলবে?

'মনেহয় বাংলা শোনা যায়?' - বলে এক ভদ্রলোক ওদের দুজনের দিকে এগিয়ে এলেন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হবে। পরনে সাদা-কালো চেক শার্ট আর কালো প্যান্ট, হাতে বেনসন আর মাথায় নাইকির ক্যাপ। নাইকির ছাপা দেখলে বোঝা যায় মেড ইন জিঞ্জিরা।

'জ্বি, আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি।' শুভ্র উত্তর দেয়।

'আপনিও কি?'

'হু আমিও। সে অনেক পুরানো কথা। তখন আমার বয়স তোমাদের মতোই ছিল। স্টুডেন্ট হইয়া আসছিলাম এখন ব্যবসা করি। তা কি যেন বলতাছিলা, শুধু স্বপ্নে কি আর পেট ভরে? খুবই সত্য কথা। পেট ভরতে চাই খাইদ্য, খাইদ্য কিনতে চাই ডলার আর ডলার কামাইতে চাই কাজ। সত্য কিনা?'

'জ্বি।'

'আমার একটা রেষ্টুরেন্ট আছে। কিচেনে লোক লাগব। কাজ করতে চাইলে চইলা আইস।' ভদ্রলোক ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই কার্ডে যদিও আমার নাম "কে এম হোসেন" লেখা, আমারে যারা চিনে তারা সবাই বিগ বি কইয়া ডাকে মানে বিগ ব্রাদার আর কি। তোমরা চাইলে আমারে বিগ বি কইতে পার।'

'থ্যাংক ইউ বিগ বি। আমার নাম শুভ্র।'

'আমি সাকিব।'

'দেশী মানুষের সাথে পরিচিত হইয়া খুশী হইলাম। অন্য কোন কাম না থাকলে রেষ্টুরেন্টে কাল থেইকাই শুরু কইরা দাও।'
'থ্যাংক ইউ বিগ বি। কাল থেকেই শুরু করব।'
'ওকে আমি এখন উঠি। কাইল দেখা হইব।'
সাকিব ও শুভ্র বিগ বি-র সাথে উঠে দাড়িয়ে ছিল। বিগ বি চলে গেলে আবার ফোইয়ারের সিঁড়িতে বসল। সাকিব বলল, 'অদ্ভুত।'
'কি অদ্ভুত?'
'বিগ বি। মানুষ যব খুঁজে খুঁজে হয়রান আর উনি কিনা যব দেওয়ার জন্য মানুষ খুঁযে বেরান। ফ্রড কিনা কে জানে?'
'তা ঠিক। যাহোক এখন এত চিন্তা করার কি দরকার? আমার কাজ দরকার, কাজ পাওয়া গেছে। সেটাই বড় কথা।'
'সাবধানে থাকিস।'
'চিন্তা করিস না। কিছু হবে না। আমি একটু কম্পিউটার রুমে যাচ্ছি মেইল চেক করব, তারপর ক্লাসে যাব।'
'চল আমিও যাব।'

কম্পিউটার রুমে দু মাথায় দুটো ওয়ার্ক স্টেশন ফাঁকা। অন্য কেউ ওয়ার্ক স্টেশন হাতিয়ে নেওয়ার আগেই সাকিব আর শুভ্র দুজনে দ্রুত দুই ওয়ার্ক স্টেশনে বসে গেল। শুভ্র ইনবক্স ওপেন করতে দেখে লুনার ইমেল। শুভ্র কখনও ভাবেনি যে লুনা মেইল করবে। মেইল ওপেন করে তো শুভ্র আরও অবাক। এতদিন শুভ্র লুনাকে যে কথাগুলো বলতে চেয়েছিল আজ লুনাই তা লিখে পাঠিয়েছে
লুনা লিখেছে,

*১
'জানি এইভাবে, অপেক্ষায়,
কেটে যাবে আমার সময়
এলোমেলো হাওয়ায় এই মন হারায়
আধাঁরকালো রাতে খুঁজি, খুঁজি তোমায়
তুমি রবে আমার মনে
আমারই প্রার্থনায়
এইটুকু মনেরেখ
ভালবাসি সবসময়।

পি। এস। প্লিজ রিপ্লাই দিও।'

শুভ্র মেইলটা বেশ কবার পড়ল। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসেও রইল। কি করবে, কি উত্তর দিবে কিছুই মাথায় আসছিল না। সাকিব বেশ কবার ডাকল। তাতে শুভ্রর অন্যমন্সক্তা ভাঙ্গল না। হঠাৎ সাকিবের চাটিতে ঘোর ভাঙ্গল। সাকিব বলল, 'কি হয়েছে? কতক্ষণ ধরে ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস না? কি হয়েছে? বাড়িতে সব ভাল তো?' শুভ্র শুধু উত্তর 'হু' বলল। শুভ্র সব ব্যাপারে খুব মুখফোটা হলেও হৃদয় ঘটিত ব্যাপারে খুবই মুখচোরা। এমনকি সাকিবকে বলতেও তার অনেক সংকোচ। তাই সাকিব মনিটরের দিকে তাকানোর আগেই ইমেল উইন্ডো বন্ধ করে দিল। সাকিব বলল, ক্লাসে যাবি না? শুভ্র আবারও একি উত্তর দিল, 'হু'।

ক্লাসে সারাক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল। লেকচারারে কোন লেকচারই মাথায় ঢুকল না। শুধু লুনার কথাই মাথায় ঘুরতে লাগল। বাড়ি ফেরার পথে সাকিব বেশ কবার জানতে চাইল কি হয়েছে। উত্তরে শুভ্র শুধু বলল, 'কিছু না সব ঠিক আছে।' সারারাত ভেবে ভেবেই পার করে দিল। কিন্তু নিজের ভেতর আর কথা লুকিয়ে রাখতে পারল না। সকালে সাকিবের সাথে শুভ্রও নাস্তা খেতে বসল। এক সময় নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে আস্তে আস্তে শুভ্র বলল, 'লুনা ইমেল করেছে।'
'ও তাই তুই এত চু হয়ে আছিস। খুব ভয়ঙ্কর কিছু লিখেছে নাকি? বাবা জোর করে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন তাই আর অপেক্ষা করোনা অথবা ভালবাসার মানুষটিকে খুঁজে পেয়েছি তোমাকে আর দরকার নাই।'
'দ্বিতীয়টা কিন্তু তোমাকে দরকার নাই এর জায়গায় তোমাকে দরকার।'
'সিরিয়াস?'
'১০০%।'
'আংকেল-আন্টি ছাড়াও কেউ তোকে ভালবাসে তাহলে। তুই রিপ্লাই দিয়েছিস?'
'এখনও দেইনি।'
'না কেন?'
'তোর সাথে তো ক্লাসেই ছিলাম। রিপ্লাই দেওয়ার টাইম পেলাম কোথায়?'
'রিপ্লাই দিবি?'
' না দেওয়ার কি কোন কারণ আছে?'
'কি লিখবি?'
'ঠিক করিনি। যা মনে আসে তাই লিখব।'
'আমি উঠলাম' - খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে শুভ্র বলে।
'কোথায় যাস?'
'ভুলে গেলি, আজ বিগ বি-র রেষ্টুরেন্টে কাজ শুরু করার কথা না।'
'তাহলে রিপ্লাই দিবি কখন?'
'দিবনে, বিকালে ক্লাসের যাওয়ার আগে।'
'এতক্ষণ অপেক্ষায় রাখবি বেচারীকে?'
'উপায় নাই বন্ধু। বিকেলে দেখা হবে।' - বলে শুভ্র কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

৫.

কাজ শেষ করে দ্রুত ইউনিভার্সিটিতে এল শুভ্র। কিন্তু কম্পিউটার রুমে এসে দেখে কোন ওয়ার্ক স্টেশন খালি নাই। আরও যতগুলো কম্পিউটার রুম ছিল সবগুলো

ঘুরে দেখল। সবগুলোরই একি অবস্থা। এদিকে ক্লাস শুরু হতে সময়ও বেশী বাকি নেই। শুভ্রের আর তর সয় না। বিরক্ত মুখে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ও নাই। ক্লাস শুরু হতে যখন আর অল্প কিছু সময় বাকী তখন একটা ওয়ার্ক স্টেশন খালি হল। শুভ্র আর দেরী না করে বসে গেল। রিপ্লাই আজ দিতেই হবে। ক্লাস শুরু হয়ে গেলে যাক। কিন্তু মেইল খুলে রিপ্লাই দেওয়ার মতো কোন কথা চট করে মাথায় এল না। শুভ্র মেইল খুলে বসে রইল। হঠাৎ লুনার প্রিয় একটা গানের কথা মাথায় এল, যার কথাগুলো এই মুহূর্তের জন্য একদম সঠিক মনে হল।

শুভ্র লেখা শুরু করল

*২

'মুখটা তুলে আকাশটাকে দেখ আরেকবার
তোমার সাথে আছি আমি যে চিরকাল
জোছনার আলো যখন তোমার গায়ে পড়ে
আমি তখন থাকি তোমার ই পাশে পাশে

মনটা খারাপ করে যখন ঘুমিয়ে একা থাক
ভেব আমি শোনাই তোমায় মজার কোন গল্প
চোখের পানি মুছে ফেলে ভেব একটুক্ষণ
তোমার মাথায় হাতটা বুলাই যখন তখন

পি. এস. আমার মোবাইল নাম্বার দিলাম। চাইলে মেসেজ দিতে পার।'

লেখা শেষ করে ক্লাসে যাবার জন্য উঠে পড়ল।

৬.

তারেক উত্তেজনায় একবার উঠছে আবার বসছে। সহজেই উত্তেজিত হওয়ার কারণে কলেজে দুষ্টমি করে বন্ধুরা ডাকত টেনশনের রুগী। তাতে অবশ্য তারেক রাগ করত না। সহজভাবেই মেনে নিয়েছিল। সাকিব তারেকের উঠ-বস করা দেখতে দেখতে এক সময় বিরক্ত হয়ে বলল, ' তুই কি একটু শান্ত হয়ে বসতে পারছিস না?' তারেক জ্বালাময়ী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। সাকিবের কথা অনুযায়ী বসল ঠিকই তবে বসে দ্রুত পা নাচাতে লাগল। উত্তেজনার কারণে কপালে ঘাম দেখা দিল। বাইরে থেকে দরজার লক খোলার শব্দ পাওয়া গেল। ভেতরে ঢুকে দুজনের রক্তশূন্য মুখ শুভ্রের দৃষ্টি এড়ালো না।। বাড়িতে যে ভংকর কিছু একটা ঘটেছে সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। শুভ্র বলল,

'এত গম্ভীর হয়ে বসে আছিস কেন?'

'গত দুই সপ্তাহের বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়নি।' - সাকিব উত্তর দিল।

'বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়নি মানে কি?'

'রিয়েল এস্টেট থেকে আমার কাছে ফোন এসেছিল। এই সপ্তাহের মধ্যে ভাড়া শোধ না করলে নাকি বাড়ি ছাড়তে হবে। ঝামেলা করলে পুলিশ ডাকবে।'

'ভাড়া বাকী হয় কিভাবে? গেল সোমবারেই না সজল কে সবার শেয়ার দেওয়া হল রিয়েল এস্টেটে দেওয়ার জন্য। তাহলে ভাড়া গেল কোথায়?'

'কোথায় আবার, সজলের পকেটে।' - তারেক আর উত্তেজনা ধরে রাখতে পারল না।

'দূর কি যে বলিস। আমরা ওকে এতদিন হল চিনি। আগেও তো ওকে এ দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কখনো তো এমন হয়নি।'

'আগে হয়নি তো কি হয়েছে?'

'ওর সাথে কি তোদের কথা হয়েছে?'

'না, শালাকে অনেকবার ফোন দিয়েছি, ধরছে না।'

'আর গতকাল রাতেও তো বাসায় ফেরেনি।'

'একবার সামনে পেলে শালার ঠ্যাং ভেঙ্গে দিব।'

'আস্তে বাবা আস্তে। এতো উত্তেজিত হইস না তো।'

'উত্তেজিত হব না মানে? এই সপ্তাহের মধ্যে ভাড়া শোধ না করলে বাসা থেকে বের করে দেবে। এখন এতো টাকা পাব কোথায়? আমার কাছে দেওয়ার মতো কোন টাকাই নাই। তোদের কাছে আছে?'

'আমি বুঝতে পারছি তোর উত্তেজনার কারণ। মাথা গরম করে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না। আমি বলি কি মাথা গরম না করে চল সজলের সাথে কথা বলে দেখি ঘটানাটা কি। ওরও তো বলার কিছু থাকতে পারে।'

'কিন্তু ওকে তো পাওয়াই যাচ্ছে না। গতকাল বিকেল থেকে উধাও।'

'বলিস কি রাতে বাড়ি ফেরেনি। আমি তো খেয়ালই করিনি। এতক্ষণ নিখোঁজ থাকলে তো পুলিশকে জানানো দরকার।'

ঠিক তখনি সাকিবের মোবাইল বেজে উঠল।

শুভ্র বলল, 'সজল বোধ হয়।'

'না। প্রাইভেট নম্বর।'

সাকিব মোবাইল কানে ধরে বলল, 'হ্যালো'। ওপাশ থেকে ইংলিশে কেউ সাকিবের পরিচয় জানতে চাইল। সাকিব ও ইংলিশে জবাব দিল, 'হ্যা আমি সাকিব। সজল আমার ফ্ল্যাটমেট।

তারপর ওপাশ থেকে একটানা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে গেল। সাকিব চুপ করে শুধু শুনে গেল। ওপাশ থেকে ফোন রাখার পর সাকিব চুপ করে বস রইল। শুভ্র ও তারেক তাকিয়ে আছে সাকিবের দিকে। একটু পর সাকিবই নীরবতা ভাঙ্গল – সজল হাসপাতালে।

শুভ্র আর তারেকের চোখে তখন বিস্ময়।

৭.

প্রিন্স চার্লস হসপিটালের সাত নাম্বার ওর্য়াডের বাইশ নাম্বার বেডে সজল শুয়ে আছে। সজলকে ঘিরে সাকিব, শুভ্র ও তারেক। সজলের হাতে ও মাথায়

ব্যান্ডেজ, চোখ ফোলা। আঘাতটা ভালই ছিল তবে দ্রুত জ্ঞান ফিরে আসায় কর্তব্যরত ডাক্তার আই সি ইউ-তে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। সবাই গম্ভীর। শুভ্র পরিবেশ সহজ করার জন্য কথা শুরু করল, 'কিরে তুই বাড়ি ভাড়া না দিয়ে হসপিটালের বেডে শুয়ে কি করিস?'
সজল শুভ্রের রসিকতা ধরতে পেরে দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল, 'নার্সদের যাওয়া-আসা দেখি।'
'এমন হল কি করে?'
'ভাড়া দিতে যাবার পথে দুই জাংকির সাথে দেখা। একজনের হাতে ছিল ছুরি অন্য জনের ছিল ক্রিকেট ব্যাট। ম্যানিব্যাগ নিয়ে গেছে আর মোবাইলটা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।'
'শুধু তো মোবাইল না, হাত আর মাথাও তো ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।'
'হু'
'এখানে এলি কি করে?'
'জ্ঞান ছিল না তাই বলতে পারছি না। হবে হয়তো কোন দয়াবান পথচারী, পুলিশকে খবর দিয়েছিল। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি আমি এখানে।'
'ভাগ্যিস এক্সজ্যাম শেষ হবার পর এমন একটা ঘটনা ঘটল। আগে হলে তো এক্সজ্যাম আর দিতে হত না।'
'বাসায় যাবি কবে?'
'এখান থেকে ছেড়ে দিলেই চলে যাব।'
'এখানেই থাক দোস্ত। রিয়েল এস্টেট থেকে বলেছে গত দুই সপ্তাহের ভাড়া এই সপ্তাহের মধ্যে না দিলে বাসা থেকে বের করে দেবে।'
'আমার জন্যই এমন হল।'
'তুই কিচ্ছু চিন্তা করিস না আমরা সব ম্যানেজ করে নেব। এখন বরং রেষ্ট নে আর নার্সদের আসা-যাওয়া উপভোগ কর। কাল আবার আসব।'

সজল আস্তে মাথা নেড়ে সায় দেয়। শুভ্র, সাকিব এবং তারেক যাবার জন্যে উঠে পড়ে। কেবিনের দরজার কাছে পৌঁছতেই সজলকে আনন্দ দেবার জন্য হাত-পা ছুড়ে ব্রুস লি-র পোস্টার দেখে শেখা মার্শাল আর্টের ভঙ্গি করে। তারপর মাইকেল জ্যাকসনের মতো 'মুন ওয়াক' দেওয়ার ভঙ্গিতে পা ঘষে ঘষে বেরিয়ে গেল। হাত-পা ছুড়াছুড়ি না ব্রুস লি-র মতো হল, না পায়ের ঘষাঘষি মাইকেল জ্যাকসনের মতো হল। তবে সজল ওদের তিনজনের কান্ড দেখে নিশব্দে হেসে উঠল।

৮.

ঘড়ির কাঁটাগুলো যেন সময় নামক জাদুকরের যাদুর কাঠি যার অধীনে চলতে বাধ্য সব কিছু। সময়কে সমীহ করে চলতে থাকে ট্রাফিক সিগন্যালের লাল-হলুদ-সবুজ বাতির জ্বলে উঠা আর নিভে যাওয়ার খেলা, মসৃণ রানওয়েতে বিমানের উঠানামা এমন কি ঋতুর পরিবর্তন। তাইতো শীত লাগুক আর নাই লাগুক জুনের প্রথম দিন থেকে শীতের শুরু, ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক অক্টোবরের প্রথম দিন থেকে বসন্ত। সেই হিসেব মতো বসন্তের কয়েক হপ্তা পেরিয়ে গেছে কিন্তু শীতের লুকোচুরি খেলা এখনো থামেনি। ভোরের বাতাসে কাঁথা মুড়ি দেওয়া শীতের আমেজ।

খুট-খাট শব্দে সাকিবের নিদ্রায় ছন্দ পতন হল। মাথা ঘুড়িয়ে দেখে শুভ্র বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে সাকিব জিজ্ঞেস করে, 'কই যাস? কাজ আছে?'
'ইয়েস। কাজ যেখানে শুভ্র সেখানে। নতুন আরেটা কাজ পেয়েছি। লিলিসে।' উৎসাহ নিয়ে জবাব দিল শুভ্র।

তবে সাকিবের মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা গেল না। পাশ ফিরে কি যেন বিড় বিড় করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে সাকিবের এই কথা বলার অভ্যাসের সাথে পরিচিত শুভ্র। তৈরী হওয়া শেষ হলে আর দেরি না করে কর্মক্ষেত্রে যাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

বিশাল লিলিস সুপার মার্কেটের অফিসরুমে সুপারভাইজারের সাথে কিছুক্ষণ সৌজন্যমূলক আলাপের পর একটা ট্রলী দেখিয়ে সুপারভাইজার শুভ্রকে পেছন পেছন আসতে বলল। কথামতো শুভ্র পেছন পেছন ট্রলী ঠেলতে ঠেলতে একটা আইলের কাছে গেল। সুপারভাইজার একটা জায়গা দেখিয়ে কি করতে হবে বলে চলে গেল। শুভ্র দক্ষ কর্মীর মতো কাজ শুরু করল। কাজ খুবই সহজ। বক্স থেকে জিনিস বের করে আইলে সাজিয়ে রাখা। মহাকাশ যান বানানোর মতো কঠিন কোন কাজ না। যে কেউই পারে। শুভ্র ভাবে এই কাজেও লোক নিয়োগের সময় কত অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করে। কিছুক্ষণ বাদে নারী কণ্ঠের আওয়াজে শুভ্রের ভাবনায় ছেদ পড়ল।। পেছনে তাকিয়ে দেখে শুভ্রকেই ডাকছে। গায়ের পোশক দেখে বুঝতে পারল মেয়েটি এই স্টোরেই কাজ করে। ছেলেদের মতো করে ছাটা সোনালী চুল। তাতে আবার বিভিন্ন রংয়ের আঁচড় দেওয়া। শরীরের কোথাও কোন বাড়তি মেদ নেই। যেখানে যতটুকু বাক দরকার তা দিতে সৃষ্টি কর্তা একটুও কার্পন্য করেননি। স্টোরের এই সাধারণ নীল শার্ট আর কালো প্যান্টও ওই শরীরে অসাধারণ দেখায়। শুভ্রের সাথে মেয়েটির কথোপকথন বাংলা করলে দাঁড়াবে, 'দয়া করে আমাকে সাহায্য করতে পার?'
শুভ্র জবাব দেয়, 'অবশ্যই। বল, আমি কিভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'
উচুঁতে রাখা কিছু বাক্স দেখিয়ে বলল, 'আমার ওই বক্সগুলো দরকার। ওগুলো আমার থেকে অনেক উচুঁতে। একটু নামিয়ে দেবে, প্লিজ।'

'কোন চিন্তা করো না, আমি বক্সগুলো নামিয়ে দিচ্ছি।'
'থ্যাংক্স'
'তোমাকে স্বাগতম।'
'আমার নাম আনা।'
'শুভ্র।'
আনা মুখ বাকিঁয়ে উচ্চারণ করল, 'শুওভ??'
শুভ্র উত্তর দিল 'শুভ যোগ রো।'
আনা হেসে বলল, 'শুওভ্ররো'
'চলবে'
'আমি তোমাকে আগে আগে দেখিনি।'
'আমিও তোমাকে আগে দেখিনি।'
'তুমি কি এখানে নতুন?'
'হু আজই প্রথম দিন। তুমি কতদিন ধরে এখানে?'
'এইতো মাস দুয়েক হবে।'
'তুমিও কি স্টুডেন্ট?'
'হ্যাঁ। তুমি?'
'তুমি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়?'
'সিডনী ইউনিতে।'
'সত্যি। আমি ওখানে অ্যাকাউন্টিংয়ে পড়ি। তুমি কোন সাবজেকটে পড়ছ?'
'ইঞ্জিনিয়ারিং।'
'তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ?
'বাংলাদেশ। নাম শুনেছ?'
'হ্যাঁ কিন্তু কোথায় ঠিক মনে করতে পারছি না। বাংলাদেশ কি ইন্ডিয়াতে?'
'না একদমই না। তবে আমরা ইন্ডিয়ার সাথে বর্ডার শেয়ার করে থাকি। তুমি কোন দেশের?'
'রাশিয়া। আমি জিওগ্রাফিতে খুব দুর্বল তার জন্য আমি দুঃখিত। মাঝে মাঝে আমরা দুজন একসাথে বেড়াতে যেতে পারি। তুমি আমাকে তোমার দেশ সম্পর্কে বলবে।'
'সত্যিই তুমি আমার সাথে বেড়াতে যেতে চাও?'
'হ্যা যেতে চাই। তোমার কি কোন প্রবলেম আছে?'
'না একদমই না।'
তখনি মাইকে শুভ্রকে স্টোর রুমে যাওয়ার অনুরোধ করতে শোনা গেল।
শুভ্র বলল, 'আমাকে ডাকছে। যেতে হবে। আবার দেখা হবে। বাই।'
'বাই।'

আনার সহজ ব্যবহারে শুভ্র মুগ্ধ। আইল ঘোরার সময় আড় চোখে আনার দিকে তাকানোর সময় মোবাইলে মেসেজ আসার আওয়াজ। লুনার মেসেজ। মেসেজে লিখেছে "আর কারো সাথে কিন্তু খিল্লী খাওয়া চলবে না"। শুভ্র একটু অবাক হল। ভেবে পেল না এত অল্প সময়ের মধ্যে আনার কথা লুনা জানল কি করে। নারী মনের অনেক রহস্যের কথা প্রচলিত আছে তবে নারী যে অল্প বিস্তর অন্তর্যামী তা হাতে নাতে টের পেল শুভ্র। নাকি দুষ্টমি করে লিখেছে আর কাকতালীয়ভাবে তা মিলে গেছে। শুভ্র আবার কাজে ফিরে গেল।

৯.

আরও ঘন্টাখানেক পর কাজ শেষ করে যখন লিলিস থেকে শুভ্র বের হল তখন সূর্য পশ্চিমে দাঁড়িয়ে গোধূলীর আলো ছড়াচ্ছে। গাঢ় নীল আকাশে ঈষৎ লাল আভা। বাতাসের কোমলতা দিনের ক্লান্তি মুছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ক্লান্তি শেষে পেতে ইচ্ছে করে প্রিয় মানুষদের সান্নিধ্য। হয়তো স্পর্শে নয়তো প্রিয় মানুষের অবস্থান যদি হয় হাজার হাজার কিমি. দূরে তখন কণ্ঠে। সেই ভাবনায় লাকেম্বা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার পর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ফোনবুথ থেকে শুভ্র নাম্বার ঘোরাল। কোন ধরণের যন্ত্রণা ছাড়াই একবারের চেষ্টায় লাইন পাওয়া গেল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আরেক। ওপাশ থেকে লুনা হ্যালো বলল। লুনার সাথে শুভ্রর কথোপকথন হল নিম্নরুপ
'হ্যালো, আমি শুভ্র।'
বিরতি...
'ভাল। তুমি?'
বিরতি...
'কি মন খারাপ নাকি?'
বিরতি...
'তাহলে কথা বলছ না কেন?'
বিরতি...
'তুমি শুধু আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ। শুধু শুধু চুপ করে থেকে ফোন কার্ডের টাইম নষ্ট করছ কেন বলতো?
বিরতি...
'তোমার কথা শুনলে মনে হয় আমি মেসেজ দিই না, ফোনও করি না। মেসেজ দিতে, ফোন করতে টাকা লাগে তো। শুধু শুধু অবুঝের মতো কথা বলনা তো। টিউশন ফি দিয়েই তো টাকা শেষ। বাকি যা থাকে তাই দিয়ে খাওয়া, বাসা ভাড়া এবং বাকী সব। তুমি এসব বোঝ না কেন বলতো? কথা কি আমার মেপে মেপে বলতে ভাল লাগে? মনে হয় সারাক্ষণই ফোনের সাথে কান লাগায় বসে থাকি। তোমার সাথে কথা বলি। চুপ করে না থেকে এসো মজার মজার গল্প করে সময়টা পার করি।
বিরতি...
'রেখে দিব? কেন? ফোন করলাম তো তোমার সাথে কথা বলার জন্য।'
বিরতি...
'তুমি এত অবুঝ কেন? প্রতিবার ফোন করার আগে ভাবি, তুমি আমার ফোন পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠবা। কি কপাল আমার, যা ভাবি হয় ঠিল তার উলটা। তোমার মন খালি খারাপই থাকে। মন খারাপ করতে করতে তোমার টায়ার্ড লাগে না? একি জিনিস এতবার হলে তো বিরক্তি লাগার কথা। চেঞ্জের জন্য তো একটু

মন ভাল রাখলেও পার। বলতো কি করলে তোমার মন ভাল থাকবে, আমার কণ্ঠ শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠবে, অনেক কথা বলবে।'
বিরতি...
'আরও মেসেজ, আরও ফোন, তাতে যে তোমার মেজাজ ঠান্ডা থাকবে তার কি কোন গ্যারান্টি আছে?'
বিরতি...

হঠাৎ লাইন কেটে গেল। শুভ্র আবার ফোনের ডায়েল ঘোরাল। কিন্তু শুনতে পেল কার্ডে পর্যাপ্ত ক্রেডিট না থাকায় সংযোগ দেয়া সম্ভব নয়। আরেকটা কার্ড কেনার জন্য মানি ব্যাগ খুলে দেখল মাত্র ১০ সেন্ট আছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর মন খারাপ করে ফোনবুথ থেকে বেরিয়ে গেল। বাড়ি দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল সাকিব ঠিকই বলে - বাংলার মেয়েরা নাকি বাবা-মা'র আঁচলের নিচে থাকে, বাবা-মা'র আচঁলের নিচ থেকে কি আর জীবনের বাস্তবতা অনুভব করা যায়। জীবনের কত রং, কত রুপ তা জানতে বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

বাড়ি ফিরে তারেককে রান্না ঘরে আর সাকিব ও সজলকে টিভির সামনে দেখতে পেল। তারেক কিছু একটা ভাজার চেষ্টা করছে। গন্ধে বোঝা গেল বেগুন ভাজতে যেয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। এ নিয়ে অবশ্য কেউ চিন্তিত নয়। খাবার সময় ভাতের সাথে কিছু একটা থাকলেই চলে তা সে পোড়া হোক আর কাঁচাই হোক।

কাপড়-চোপড় পাল্টে গোসল সেরে শুভ্রও বাকীদের সাথে নাটক দেখতে বসে গেল তাতে যদি মন খারাপ হওয়া ভাবটা কমে। কিন্তু নাটকের পাত্র-পাত্রীদের প্রেম-বিরহ আর হাসি-কান্না অনেকক্ষণ দেখার পরও খুব একটা লাভ হল না। তারেকের রান্না শেষ হলে সবাই পোড়া বেগুন ভাজা আর ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসল। খাওয়া শেষে আবার নাটক দেখ শুরু হল। শুভ্র নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সাকিব ঘরে ঢুকে দেখল শুভ্র মন খারাপ করে শুয়ে আছে। বলল, 'মন খারাপ? মান অভিমানের পালা চলছে বুঝি?'

শুভ্র কিছু বলল না। সাকিবের দিকে একবার তাকিয়ে যেভাবে শুয়ে ছিল সেভাবেই শুয়ে থাকল। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ, সাকিবের বুঝতে দেরী হলনা যে তার ধারণা ঠিক। সাকিব শুভ্রর পাশে মেঝেতে বসতে বসতে বলল, 'তুই কি জানিস, মেয়েদের মন হচ্ছে মূরালিধরণের ''দুসরা''-র মতন। খুব বুঝে খেলতে হয়। আগ বাড়িয়ে ব্যাট চালাতে যেয়ে ভুল করলে সোজা বোল্ড আউট।'

এবার শুভ্র কথা বলল, 'তোর কথা শুনলে তো মনে হয় তুই নারীর মন বিশেষজ্ঞ। উপমা ভাল দিয়েছিস। তবে তুই এত বুঝিস তাহলে তোর কেন কিছু হচ্ছে না।'
'দোস্ত, বুঝতে হলে যে বাঁধায় জড়াতে হবে তার তো কোন মানে নেই। তোকে আর একটা উপমা দিই। একটু ভেবে দেখ যিনি এইডস নিয়ে গবেষণা করেন তিনি কিন্তু এইডসের রোগী নন। '
'তুই আমার সিচুয়েশণ এইডসের রোগীর সাথে তুলনা করছিস?'
সাকিব জিভ কেটে উত্তর দেয়, 'আরে না না তোর সিচুয়েশণ কেন এইডস রোগীর মতো হতে যাবে? আমি শুধু বললাম গবেষণার জন্য গবেষণার সাবজেক্টের বাঁধায় জড়াতে হবে তার তো কোন মানে নেই।'
'খুব ফরমে আছিস মনে হয়। বড় বড় ডায়লগ দিচ্ছিস।'
'দেবদাস হয়ে শুয়ে থাকার চেয়ে তো ফরমে থাকাই ভাল।' ও পাশ থেকে সজলের চিৎকার শোনা গেল, 'পর্ব ১০২ শুরু হচ্ছে।' এই কথা শুনে সাকিব উঠে চলে গেল।

শুভ্র যেভাবে শুয়ে ছিল সেভাবেই পড়ে থাকল। এক সময় চোখের পাতা ভারী হয়ে এলে ঘুমিয়ে পড়ল।

আনার সঙ্গ শুভ্রের একঘেয়ে জীবনে যেন মরুভূমির মাঝে এক চিলতে মরুদ্যান। আনার সঙ্গ লাভের আশায় শুভ্রর লিলিসে কাজ করার উৎসাহ শত গুন বৃদ্ধি পেল। তবে যেদিনগুলোতে শুভ্র একা কাজ করত শুভ্রের কাছে সেদিনগুলো যেন শেষ হতে চাইত না। আট ঘন্টার কর্ম দিবস মনেহত যেন অনন্তকালের সমান।

লুনার সাথে শুভ্রের গত সন্ধ্যার কথোপকথনের রেশ এখনো কাটেনি। তাই সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর আবার মনে এক ধরণের চাপা বিষন্নতা দেখা দিল। জীবিকার টানে তাই নিয়ে লিলিসে উপস্থিত হল। বিকেলে কাজ শেষে লকার রুমে আনার সাথে দেখা হল। শুভ্রের বিষন্নতা এক নিমিষে দূর হল।
'হ্যালো শুভ্র, কেমন আছ?'
'ভাল। তুমি?
'মন্দ না। কাজ শেষ?'
'হু। তোমার?'
'আমারও শেষ। এর পর কি করছ?'
'একটু ইউনিভার্সিটিতে যাবার ইচ্ছে আছে।'
'এখন তো সামার হলিডে চলছে। ইউনিভার্সিটি যাচ্ছ কেন? সামারে কোন কোর্স করছ নাকি?'
'আরে না। বাড়িতে আমার ইন্টারনেট কানেকশন নেই। তাই বাড়ি যাবার পথে 'ইউনি' যাচ্ছি ইমেইল চেক করতে। তোমার প্ল্যান কি?'
'কোন প্ল্যান নাই। আমিও ওই পথেই যাব। আমি তোমার সাথে যেতে পারি যদি তোমার কোন প্রবলেম না থাকে।'
'প্রবলেম? এ তো আমার সৌভাগ্য।'
'তাহলে চল।'
শুভ্র আনার জন্য দরজা খুলে দিয়ে বলে, 'লেডিস ফার্স্ট।'
'তুমি তো দেখি মহা ভদ্রলোক। ধন্যবাদ।'
স্টেশনে এসে দেখে বাস প্রায় ছেড়েই দিল। দুজনে দৌঁড়ে এসে বাসে ওঠে। হাঁপাতে হাঁপাতে আনা বলে, 'আরেকটু হলে মিস হয়ে যেত, তাই না?'
'হু, বাঁচা গেল।'
'তুমি কোথায় থাক?'
'লাকেম্বাতে, দুই কামরার এক প্রাসাদে। সাথে আছে

তিন বন্ধু। তুমি কোথায় থাক?'
'সিডনামে, আরও দুই ফ্ল্যাটমেটের সাথে।'
'তারাও কি রাশিয়ান?'
'না। একজন চাইনিজ, একজন অজি। তোমার ফ্ল্যাটমেটেরা কেমন?'
'তারা খুবই ভাল। আমরা ফোর মাস্কেটিয়ার। একজন আরেকজন কে অনেকদিন হল চিনি। সবাই বাংলাদেশের। তোমার ফ্ল্যাটমেটেরা

কেমন?'
'চলে। আসলে কি জান আমি তাদের আসলে তেমন একটা দেখি না। তারা তদের নিজেদের জগৎ নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে।' আনা একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'পড়াশোনার পাশাপাশি তুমি আর কি কর?'
'কাজ'
আনা হেসে বলে, 'আমি জানতে চাইছি তুমি কি করতে পছন্দ কর?'
শুভ্রের মোবাইলে মেসেজ আসার রিংটোন। শুভ্র মোবাইল বের করে দেখে লুনার মেসেজ। লুনা লিখেছে, 'গতকালের জন্য আমি সরি। আর কখনও অবুঝ হব না। প্লিজ ফোন দিও।'
এমনিতেই গতকালের ঘটনায় লুনার উপর শুভ্রর মেজাজ চড়ে ছিল তার উপর এমন অসময়ে লুনার মেসেজ শুভ্রর আরও বিরক্তিকর মনে হল।
শুভ্র আনার দিকে ফিরতেই আনা বলল, 'তুমি ছুটির দিনগুলোতে কি কর?'
'কাজ'
'তুমি কি কাজ ছাড়া আর কিছু কর?'
'আমার আসলে অন্য কিছু করার টাইমই থাকে না। আমি পড়াশোনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে চাই। বর্তমানে কোন কিছুই ফ্রি না। সব কিছু করতেই অর্থ প্রয়োজন। এমনকি জ্ঞান অর্জন তাতেও কাড়িকাড়ি টাকা লাগে। আমি চেষ্টা করি খরচ না করে যত বেশী সেভ করা যায়। খুবই বিরক্তিকর, তাই না?'
'চিন্তা কর না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'
'তুমি কিভাবে তোমার সব কিছু ম্যানেজ কর?'
'আমি পড়তে আসার আগে রাশিয়াতে একটা কম্পানিতে কাজ করতাম। এখানে পড়তে আসার জন্য কিছু টাকা জমিয়ে ছিলাম। তাই দিয়ে চলছে। আর সাথে এখানে টুকটাক কাজ করি।'
'ইস আমিও যদি তোমার মতো করতে পারতাম।'
'বাদ দাও তো, সব ঠিক হয়ে যাবে। বরং তোমার দেশের কথা বল। বাংলাদেশের রাজধানী কি?'
'ঢাকা'
'তোমরা কোন ভাষায় কথা বল?'
'বাংলা'
'বাংলাদেশ কি অনেক বড় দেশ?'
'না ঠিক তার বিপরীত। ম্যাপে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে অনেক বড়।'
'কেমন?'
'অস্ট্রেলিয়ার সাড়ে সাত গুন লোক বাস করে বাংলাদেশে।'
'তাই নাকি! তাহলে তো ঘনত্ব খুবই বেশী।'
'অবশ্যি। কনজেশন কি জিনিস দেখতে চাইলে চলে এস। ঘনত্ব বেশী সমস্যা বেশী খালি দেশটার আয়তন কম।'
'তুমি কি রাশিয়া সম্পর্কে কিছু জান?'
'তেমন একটা জানি না তবে জানি
মস্কো রাজধানী
রুবল মুদ্রার নাম
ভ্লাদিমির পুতিন প্রাইম মিনিষ্টার
দিমিত্রি মেদভেদ প্রেসিডেন্ট
রাশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশ
সোভিয়েত ইউনিয়ন তৈরী হয়েছিল ১৯২২ এ
রাশিয়ান ফেডারেশন তৈরী হয় ১৯৯১ এ
'তুমি তো আমাকে অবাক করলে। তোমার জ্ঞান সীমাহীন।'
'আমার দেশে আমার মতো জ্ঞানীর সংখ্যা অনেক।'
'তাহলে কেন বল যে তোমার দেশে অনেক সমস্যা?'
'সেটাই তো সমস্যা। এত জ্ঞানী মানুষের ভিড়ে কেউ কারো কথা শুনতে চায়না।'
'বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?'
'বাবা, মা, বোন এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন। তোমার?'
'আমারও বোন আছে। আমার বাবা-মা আমেরিকায় থাকেন। জান আমি তাদের আট বছর হল দেখিনি।'
'আট বছর? ইয়ারকি করছ?'
'না সত্যি বলছি। তারা আমেরিকাতে অবৈধভাবে আছে।'
'তাহলে তারা অবৈধভাবে আছে কিভাবে?'
'যে কেউই থাকতে পারে। একবার বেরিয়ে গেলে আর কখনো আমেরিকাতে ঢুকতে পারবে না।'
'অবৈধভাবে ওখানে থাকার দরকার কি?'
'তাদের ওখানে হয়তো ভাল লাগে তাই থাকে।'
'তাদের কথা তোমার খুব মনে পড়ে?'
'কখনও কখনও।'
বাস ইউনিভার্সিটির সামনে চলে আসে। শুভ্র বলে, 'আমি এখন নেমে যাব।'
'আমার আরও দুটো ষ্টপ বাকী আছে।'

বাস ভ্রমণের এই সময়টা যদি আরও একটু দীর্ঘ হত তাহলে এই পৃথিবীর কি এমন ক্ষতি হত। ভাল সময়গুলো যে কেন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। সময় তুমি কি একটু ধৈর্যশীল হতে পার না। যাবার জন্য তোমার এত কিসের তাড়া।
হঠাৎই শুভ্রর মনে একটা প্রশ্ন পাখা মেলল। শুভ্রর মন বলল আমার মতো কি আনার মনও একি কথা

বলছে? ভাবনাটা মাথায় আসা মাত্রই দ্রুত হৃদকম্পন অনুভব করল। এতক্ষণ আনার দিকে যে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে শুভ্র তাকিয়ে ছিল এই ভাবনার আবির্ভাবে শুভ্রর আনার দিকে তাকাতে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল। যেন তাকালেই আনা শুভ্রের মনের অবস্থা বুঝে ফেলবে। অস্বস্তি বোধ হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেল না। বিপরীত লিঙ্গের সাথে কথোপকথণের সময় এমন অনুভূতি কৈশোরে হয়েছে। কিন্তু এই বয়সে কৈশোরের অনুভূতি কি মানায়? নাকি এইধরণের অনুভূতির বেলায় পুরুষের মন কৈশোরের গন্ডি পেরোতে চায় না? কি জানি। নামার আগে মনে মনে বলল আনার মনে এখন কি ঘটছে তা পড়ার যদি কোন উপায় জানা থাকত, ইস্।

আনার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি ধরে রেখে দ্রুত বাস থেকে শুভ্র নেমে গেল। বাস আবার চলতে শুরু আগ পর্যন্ত আনা জানালা দিয়ে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে রইল।

১০.

শুভ্র কম্পিউটার রুমে গিয়ে দেখল তেমন একটা ভিড় নেই। জনা চারেক পড়ুয়া বিশাল কম্পিউটার রুমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আপন মনে কি-বোর্ডের বাটন চেপে যাচ্ছে। শুভ্র পাঁচ সারি পর একটা খালি ওয়ার্ক স্টেশনে গিয়ে বসল। ইয়াহুতে লগ-ইন করে বদরুলের ইমেল দেখতে পেল। শুভ্র মনে মনে বলল, 'এতদিনে শালা তোমার ঘুম ভাঙ্গল।

ইমেলের একটা রিপ্লাই দিতে এত সময় লাগে। মনে হয় রিপ্লাই পায়রার পায়ে বেঁধে পাঠিয়ে ছিল আর পায়রার সাথে জি.প.এস না থাকায় পথ ভুল করেছিল বলে জবাব আসতে এত সময় লাগল।' বদরুলের এইবারে ইমেলও আগেবারের মতো সংক্ষিপ্ত। লিখেছে, 'দোস্ত, মোমের বহুবিধ ব্যবহারের কথা শুনেছি কিন্তু কেশ অপসরনের জন্য মোমের ব্যবহারের কথা আগে শুনিনি। বিস্তারিত জানা। ইতি বদরুল।'

হাতের কড়া ফাটিয়ে শুভ্র সাথে সাথে ইমেল লেখার প্রস্তুতি নিল। কিন্তু লেখা শুরু করতেই মোবাইল বেজে উঠায় লেখা থামাতে হল। হ্যালো বলতে ওপাশ থেকে বিগ বি-র গলা শুনতে পেল। বিগ বি শুভ্রকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেষ্টুরেন্টে আসতে বলল। শুভ্রকে তার ভীষণ দরকার। এই ভর সন্ধ্যায় বিগ বি-র ফোন পেয়ে একটু অবাক হলেও বাড়তি ডলার কামানোর আশায় সব গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। তারপর দ্রুত রওনা হল। ঘন্টাখানের মধ্যে বিগ বি-র রেষ্টুরেন্টে পৌঁছে গেল। কিচেনে ঢুকতেই শেফের গলা শোনা গেল।

'শুভ্র'

'ইয়েস বস'

'বিগ বি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন অফিস রুমে।'

শুভ্র কিচেন এপ্রণ হাতে নিয়েছিল। শেফের কথামতো এপ্রণ রেখে বিগ বি-র অফিসের দিকে গেল। অফিসের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বিগ বি ও তার বডিগার্ডকে দেখতে পেল।

'শুভ্র, কেমন আছ?'

'ভাল। আপনি?'

'আমার আর থাকা না থাকা। এখন তো তোমার মতো ইয়াং ম্যানদের ভাল থাকার বয়স। আমার একটু হেল্প দরকার।'

'সিউর। কি করতে হবে বলেন বিগ বি।'

'এই প্যাকেটটা এই অ্যাড্রসে ডেলিভারী দিতে হবে।' - টেবিলের উপর একটা সাদা প্যাকেট দেখিয়ে বিগ বি বলেন।

'নো প্রবলেম বিগ বি।'

'টাইম নষ্ট না করে এখনি রওনা দাও।'

'নো চিন্তা বস, আমি এখনি রওনা দিচ্ছি।'

শুভ্র সাথে হোম ডেলিভারীর জন্য তৈরী করে রাখা আরও কিছু খাবারের প্যাকেট সাথে নিয়ে ডেলিভারী ভ্যান করে বেরিয়ে পড়ে। কিছু দূর যাবার পর বুঝতে পারে পুলিশের গাড়ি ওকে অনুসরন করছে। কিন্তু বুঝতে পারে না কেন। এভাবে কিছুক্ষণ যাবার পর পুলিশ অনুসরন করা বন্ধ করে অন্যদিকে চলে যায়। শুভ্র যেন হাপ ছেড়ে বাঁচে। ডেলিভারী দেওয়া শেষ হলে রেষ্টুরেন্টে ভ্যান রেখে লাকেম্বার উদ্দেশ্য রওনা দিল।

১১.

লিভিং রুমে দারুন উত্তেজনা। তারেক দাঁড়িয়ে, সাকিব ও সজল সোফায় বসে। সজলের হাতে এখনও ব্যান্ডেজ। তারেকের উত্তেজনাই সবচেয়ে বেশী। হাতে একটা চিঠি।

'তোর নামে এই চিঠি এল কিভাবে? লটারি কিনেছিলি নাকি?'

'না'

'মানুষ পয়সা দিয়ে লটারি কিনে লটারি জেতে না আর তুই না কিনেই লটারি জিতে গেলি।'

'ওরা লিখেছে ইন্টারনেটের ইমেল অ্যাড্রেসের র‍্যান্ডম লটারিতে আমার নাম উঠেছে।'

'তাহলে তো তুই মিলিওনিয়ার হয়ে গেলি। এক, দুই মিলিওন না চারশ বিশ মিলিওন ডলার। তুই তো প্রাইজমানি জেতার রেকর্ড করে ফেললি মনে হচ্ছে।'

'হতে পারে দোস্ত। তবে আমি একা মিলিওনিয়ার হব তা হবে না। আমার বন্ধু হিসাবে তোদের একটা হক আছে না। তোরাও মিলিওনিয়ার হবি। তোদেরকে পার হেড বিশ মিলিওন করে দেব।'

সাকিব এবং সজল একসাথে বলে ওঠে, 'সত্যি!'

'হ্যান্ড্রেড পারসেন্ট। আমাদের লাইফ স্টাইলেও একটু পরিবর্তন আনা দরকার। এই গরিবী হাল জীবনটাকে

একদম তেনা বানিয়ে ফেলেছে। এই টিভিটা অনেক ছোট। একটু বড় হলে ভাল হয় কি বলিস। আমাদের বাসাটাও অনেক পুরানো আর ছোট। আমাদের এখন মাস্তি করার শ্রেষ্ট সময়। তার জন্য চাই বিচফ্রন্ট হাউজ। আর পায়ে হেঁটে হেঁটে ফস্কা পড়ে গেছে, চলাচলের জন্য একটা ফেরারী হলে কেমন হয় দোস্ত?'
'খারাপ বলার তো কোন জায়গাই পাচ্ছি না।'
এমন সময় শুভ্র এসে ঘরে ঢোকে।
'কিরে এত হইচই? কি ব্যাপার? লটারি জিতছিস নাকি?
'দোস্ত, তুই তো দেখি সব জান্তা সমশের। চিঠিটা পড়ে দেখ।'
শুভ্র চিঠি পড়ে অবাক, প্রশ্ন করে, 'যা দেখছি তা কি সত্যি না স্বপ্ন?'
'চিঠি তো তাই বলে।'
'এখন কি হবে?'
'আমরা কিভাবে সেলিব্রেট করব তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। তারেক আমাদের কে পার হেড বিশ মিলিওন করে দেবে।'
'সত্যি!!'
'শুধু তাই না আমরা হলিডেতে যাব। কোথায় যাব ঠিক কর। যেখানে যেতে চাস আমি তোদেরকে বিজনেস ক্লাসে করে নিয়ে যাব।'
'ইউরোপ গেলে কেমন হয়?'
'রাখ তোর ইউরোপ। ওখানে তো শুধু মূর্তি আর মিউজিয়াম। আমরা যাব দি সিটি অফ এন্টারটেইনমেন্টে। লাসভেগাস।'
'টাকা কখন তোর অ্যাকাউন্টে আসবে?'
'ওদেরকে আমার পাসপোর্টের একটা কপি আর তিন হাজার ডলার সার্ভিস ফি দিলেই ওরা টাকা আমার অ্যাকাউন্টেট্রান্সফার করে দিবে।'
'লটারি তো জিতেছিস তুই, তোকে কেন সার্ভিস ফি দিতে হবে?'
'আমি কি জানি, এখানে তো তাই লেখা।'
'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। কোথাও ডলার দেওয়ার আগে যারা চিঠি পাঠিয়েছে তাদের নাম-ধাম ইন্টারনেটে একটু খুঁজে দেখি।'

সাকিব তার সদ্য কেনা ল্যাপটপ নিয়ে বসে যায়। বাকিরা ওকে ঘিরে অপেক্ষা করতে থাকে। গুগলে সার্চ দিতেই অনেক লিংক পাওয়া গেল। একটা লিংক খুলেতেই সবার চোখ ছানাবরা। চিঠিটা একটা স্ক্যাম মেইল। যারা চিঠি পাঠিয়েছে তাদের কাজ হচ্ছে এই ধরণের চিঠি দিয়ে মানুষকে বোকা বানানো। তারপর সার্ভিস ফির নামে ডলার নিয়ে সরে পড়া। এ দেখে তো সবাই খুব হতাশ। সবচেয়ে মন খারাপ তারেকের।
সাকিব বলল, "যাক দারুন একটা অভিজ্ঞতা হল। কি বলিস?'
'জেগে জেগে স্বপ্ন খারাপ লাগছিল না।' সজল উত্তর দিল।
'সত্যি হলে মন্দ হত না।'
শুভ্র বলল, 'স্বপ্ন যে দুস্বপ্ন হয়নি তাই বা কম কি।'
সাকিব বলল, 'লাসভেগাস'
সজল বলল, 'ফেরারী গাড়ি'
শুভ্র চোখ বাকিয়ে বলল, 'মিলিওন ডলার'

তারপর একে অপরকে জড়িয়ে ধরে হেসে উঠল। হাসাহাসির এক পর্যায়ে সাকিব প্রস্তাব দিল, 'এমন একটা ঘটনা ঘটল, সেটা সেলিব্রেট না করলে কি চলে। চল সবাই "দেশী হাট" থেকে ঘুরে আসি।'

প্রস্তাব সবারই পছন্দ হল। রওনা হল "দেশী হাট" নামক রেষ্টুরেন্টের দিকে। ক্যাথলিন স্ট্রীট থেকে রেলওয়ে প্যারেড ধরে স্টেশনের দিকে সবাই হাঁটা শুরু করল। যাত্রা পথে তারেককে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ হাসাহাসি হল। "দেশী হাট"-টে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষে যখন টেবিলে বিল এল সবাই তখন তারেকের দিকে চেয়ে রইল। তারেক বাকীদের ভাব দেখে প্রশ্ন করল, 'বিল কি আমাকেই পে করতে হবে?'
সজল বলল, 'কিছুক্ষণ আগে তো তুই আমাদের সবাইকে মিলিওনিয়ার বানিয়ে দিচ্ছিলি আর এখন এই সামান্য খাবারের বিল দিতে পারছিস না?'
তারেক মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'তখন তো লটারি জিতেছিলাম তাই ভাবেছিলাম তোদেরকে সাথে নিয়ে মিলিওনিয়ার হই। এমন একটা কান্ড হবে তা কি আর জানতাম। তোদের পায়ে পড়ি দোস্ত, এই গরীবের পকেটে লাথি মারিস না।'

তারেকের কথা আরেক দফা হাসাহাসি হল তারপর যে যার খাবারের বিল দিয়ে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল। বাড়ি ফিরে আরও অনেকক্ষণ আড্ডা চলল। তারপর সবাই ঘুমাতে গেল।

১২.

সকাল সকাল ঘুম ভাঙ্গল শুভ্রর। হঠাৎ কেন যেন গতরাতে পুলিশের অনুসরণ করার ঘটনাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। মনের মধ্যে একধরণের অস্বস্তি এসে ভড় করল। তাই নিয়ে কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে সময় কাটল। তারপর যেভাবে হঠাৎ করে ভাবনার আর্বিভাব ঘটে ছিল ঠিক সেভাবে হঠাৎই এই ভাবনা বাতাসে মিলিয়ে গেল। মন আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। মন স্বাভাবিক হতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সকালের কাজ-কর্ম সেরে যথারীতি কাজে যাবার উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ল শুভ্র। কিন্তু যতটুকু ঘুম হলে শরীর চাঙ্গা লাগে তার চেয়ে ঘুম কম হওয়ায় শরীর মেজ মেজ করতে লাগল।

আজ স্টোরে লোকজনের আনাগোনা কম তাই শুভ্রের উপর চাপ কম। কাজের চাপ কম হওয়াতে শুভ্র খুশীই হল। ক্লান্ত শরীরে যত কম পরিশ্রম করা যায় ততই ভাল। তবে সুপারভাইজারের হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশের কোন ত্রুটি করল না। দুপুরে লাঞ্চ

ব্রেকের সময় আনার সাথে লাঞ্চরুমে দেখা হল। আনা শুভ্রকে অবাক করে দিয়ে শুদ্ধ বাংলায় প্রশ্ন করল, 'কেমন আছো?'
'ভাল। তুমি বাংলা কোথায় শিখলে?'
এবার ইংলিশে জবাব দিল, 'ইন্টারনেটে বাংলাদেশের উপর একটা ওয়েবসাইট পেয়েছি। সেখানে আরও কিছু বাংলা শব্দ ছিল। আমার শুধু এটাই মনে আছে। আমি কি ঠিকভাবে বলতে পেরেছি?'
'তোমার উচ্চারণ দারুণ হয়েছে।'
'থ্যাংক ইউ। কি খাচ্ছ?'
'চিজ ম্যাকারণি। তুমি?'
'থাই গ্রিন কারী?'
'তুমি কারী পছন্দ কর?'
'হু। আমি দেখেছি এশিয়ানরা ইউরোপিয়ান খাবার পছন্দ করে আর ইউরোপিয়ানরা এশিয়ান কাবার পছন্দ করে।'
'কেউই তার নিজের জিনিস নিয়ে হ্যাপী না।'
'শুভ্র, অস্ট্রেলিয়াতে তুমি সবচেয়ে বেশী কি মিস কর?'
'সত্যি জানতে চাও?'
'হ্যা'
'আমার গীটারকে সবচেয়ে বেশী মিস করি।'
'বাড়িতে গীটার ফেলে এসেছ?'
'সাথে করে আনার উপায় থাকলে নিয়ে আসতাম।'
'তাহলে আরেকটা কিনে ফেলছ না কেন?'
'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি। পকেট ফাঁকা।'

তখন মোবাইলে মেসেজ আসার রিংটোন। শুভ্র মেসেজ পড়ে। পরপর বেশ কটা মেসেজ আসে। আনা জিজ্ঞেস করে, 'মেসেজগুলো কি বাংলাদেশ থেকে এসেছে?'
'হু'
'গার্লফ্রেন্ড?'
শুভ্র একটু সংকোচের সাথে উত্তর দেয়, 'হু'
'তার সম্পর্কে আরও বল না।'
'ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকে আমাদের পরিচয়। অনেকদিন হয়ে গেল। কিন্তু জান এতদিন ধরে চিনলেও আমাদের কথা বলেছি মাত্র কবার। গুনলে খুব বেশী হলে দশ থেকে বারো বার হবে।'
'তাই?'
'আমি পড়তে আসার পর থেকে আমাদের সম্পর্কের শুরু।'
'দারুন তো।'
আবার মেসেজ আসে। শুভ্র মেসেজ দেয় তারপর জিজ্ঞেস করে, 'তোমার সম্পর্কে কিছু বল।'
'বাড়িতে আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল। কিন্তু এখন জানি না সে কোথায়?'
'মানে কি?'
'এখানে আসার আগে আমাদের খুব ঝগড়া হয়েছিল। সে চাইনি যে আমি এখানে পড়তে আসি। দু জনের মতের অমিল বেড়েই চলে ছিল। সে থেকে সম্পর্কে ভাঙ্গন আর আমি এখানে।'
মাইকে ঘোষনা দেয়, 'শুভ্র অনুগ্রহ করে পেছনের স্টোরে এস।'
শুভ্র উঠে দাঁড়িয়ে টিফিন বক্স গুছিয়ে নিল।
'যাই পরে কথা হবে। বাই।'
'বাই'

আনা লাঞ্চ শেষ করে বেরিয়ে যাবার সময় নোটিশ বোর্ডে এই স্টোরে কর্মচারীদের এ মাসে কার কার জন্মদিন সেই লিষ্ট দেখতে পেল। লিষ্টে আরও কয়েকজনের সাথে শুভ্রর নাম দেখতে পেল। কিছুক্ষণ ভাবল তারপর লাঞ্চ রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

১৩.

বিকেলে নির্ধারিত সময় পর লিলিসে কাজ শেষ করে বেরিয়ে এল শুভ্র। কিন্তু এখনি আবার দৌঁড়তে হবে বিগ বি-র রেষ্টুরেন্টে। মাঝে মাঝে শুভ্রর বিন্দুর মার কথা মনে হয়। বিন্দুর মা শুভ্রদের বাসায় কাজের বুয়া ছিলেন। ছুটা বুয়া। প্রতিদিন নাকি বিন্দুর মা চার বাসায় কাজ করতেন। একজন মানুষ কাজ করার এত শক্তি পায় কোথায় তা শুভ্র ভেবে পায়নি। দু জায়গায় কাজ করে প্রাণ ওষ্ঠাগত, চার জায়গায় কাজ করতে হলে কি হত কে জানে। ঠিক করেছে বিন্দুর মা সাথে আবার কখনও দেখা হলে শক্তির রহস্য জানতে চাইবে।

রেষ্টুরেন্টে পৌঁছে দু-চার জন কাষ্টমারকে খাবার নিয়ে ব্যস্ত দেখতে পেল। তেমন একটা ভিড় নেই তবে ঘন্টাখানেকের মধ্যে রেষ্টুরেন্টের নীরবতা কেটে যাবে। তখন আর দম ফেলার সময় থাকবে না। শুভ্র কিচেনে ঢুকে কাঁধের ব্যাগ রেখে গায়ে অ্যাপ্রণ বেঁধে নিল। তারপর যথারীতি বাসন-কোসন ধোঁয়ার প্রক্রিয়ায় মনোনিবেশ করল। এক ফাঁকে শেফ কুলরুম থেকে মাংস আনতে বলল। শেফের কথা মতো মাংস আনতে ট্রলি নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে পাশের কুলরুমে ঢুকল। মাংস নেওয়া শেষে কুলরুমের দরজা বন্ধ করতেই দেখে বিগ বি-র বডিগার্ড দরজার ওপর পাশে দাঁড়িয়ে। শুভ্র আশা করেনি দরজার ওপর পাশে বি-র বডিগার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। একটু চমকে উঠল। এই লোকটাকে কখনও সুবিধার মনে হয়নি শুভ্রর। চোখে-মুখে সব সময় একটা শিকারী শিকারী ভাব। দেখলে অস্বস্তিতে গা ঘুলায়। দেহের গড়নে মনে হয় বিদেশী কিন্তু বাংলা যেভাবে বলে তাতে তো বাংগালী বলে মনেহয়। ঠান্ডা গলায় বলল,
'বিগ বি তোমাকে ডাকে।'
'ও'
'অফিসে এসো।'
বডিগার্ড চলে গেলে শুভ্র ট্রলী কিচেনে রেখে বিগ বি-র অফিসের দিকে এগুলো। ওফিসে ঢুকে দেখে বিগ বি

একা চেয়ারে বসে আছে।
'হ্যালো শুভ্র।'
'হ্যালো বিগ বি।'
টেবিলে রাখা একটি বক্স দেখিয়ে বিগ বি বলল, 'আবার তোমার হেল্প লাগবে।'
'বিগ বি এর ভেতরে কি আছে?'
বিগ বি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। একটি সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুভ্রের সামনে এসে বলে, 'সেটা তোমার জানার দরকার নাই শুভ্র। ধইরা নাও এইটা তোমার কাছে বিগ বি-র আমানত।'
বডিগার্ড অফিসে ঢোকে। বিগ বি-র কানের কাছে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে। বিগ বি-র কপালে ভাঁজ দেখা যায়। শুভ্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তুমি এখন যাও।'
'ডেলিভারী দিতে হবে না।'
'এখন না। সময় হইলে খবর পাবা।'

শুভ্র অফিস থেকে বেরিয়ে কিচেনে যায়। শেফ কতগুলো প্যাকেট দেখিয়ে ডেলিভারী দিতে বলল। কথা মত প্যাকেটগুলো নিয়ে ডেলিভারী ভ্যান স্ট্যার্ট দেয়। কিছুদূর যাবার পর ব্যাক ভিউ মিররে আগের দিনের মতো পুলিশের গাড়ি দেখতে পায়। আর কিছুক্ষণ যাবার পর পুলিশই সাইরেন দিয়ে থামতে বলে। শুভ্র গাড়ি থামায়। ডেলিভারী ভ্যানের দিকে দু জন পুলিশ এগিয়ে আসে। শুভ্র জানালার গ্লাস নামায়।
একজন পুলিশ জানালার কাছে এসে বলে, 'আমাদের কাছে খবর আছে, এই ভ্যানে অবৈধ ড্রাগ আছে। অনুগ্রহ করে বাইরে বেরিয়ে এসো। আমরা ভ্যান সার্চ করব।'
'অফিসার এই তথ্য ঠিক নয়। আমার কাছে কোন ড্রাগস নেই।'
অফিসার তার কোমরে ঝুলানো বাটন স্পর্শ করে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'অনুগ্রহ করে এখনি বেরিয়ে এসো। আমরা ভ্যান সার্চ করব।'
শুভ্র কথা না বাড়িয়ে ভ্যান থেকে বের হয়। একজন পুলিশ ওকে সার্চ করে, অন্যজন ভ্যান সার্চ করতে থাকে।
শুভ্রের সাথে দাঁড়ানো পুলিশ শুভ্রের লাইসেন্স দেখতে চায়। শুভ্র লাইসেন্স বের করে দেয়। লাইসেন্সে নাম-ঠিকানা লেখা থাকার পরও পুলিশ জানতে চায়, 'নাম?'
'শুভ্র'
'পেশা?'
'স্টুডেন্ট'
'বিগ বি সাথে সম্পর্ক কি?'
'আমি তার রেষ্টুরেন্টে কাজ করি।'
'তুমি ড্রাগস সম্পর্কে কি জান?'
'তুমি কি বলছ তার মাথা মুন্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'
ভ্যানের ভেতর থেকে অন্যজন বলে উঠল, 'ভ্যানের ভেতরে কিছু নেই।'
'অনেক সময়ের অপচয় হল। কিন্তু আমরা তোমার উপর নজর রাখব। যদি এদেশে থাকতে চাও তো ড্রাগ থেকে দূরে থেকো। বুঝেছ?'
শুভ্র পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য দ্রুত মাথা নাড়ায়। পুলিশ দুজন চলে যায়। শুভ্র হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একটু শান্ত হলে ভ্যান রেষ্টুরেন্টে রেখে কাউকে কিছু না বলে দ্রুত বাড়ি ফেরার জন্য পা চালায়।

শুভ্র বাড়ি ফিরে তারেক, সাকিব আর সজলকে দেখতে পেল। সজলের হাতে এখনও ব্যান্ডেজ। সেটা নিয়েই রাঁধুনী হবার চেষ্টা করছে। আর বাকী দুজনের হাতে তাস। কার ভাগ্য কত ভাল সেই পরীক্ষায় ব্যস্ত। আজ শুভ্রের উপর যে ঝড় বয়ে গেছে তা বোঝার জন্য আবহাওয়া বিশারদ হবার প্রয়োজন নেই। ভয়ে ক্লান্ত চোখের দিকে তাকালে যে কেউ বলে দিতে পারে। ঘরে ঢুকতে সাকিবের সাথে চোখাচোখি হল। সাকিব তাস শ্যাফেল করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে তোকে এমন বিধ্বস্ত লাগছে কেন?'
শুভ্র ধপ করে সোফায় বসে পড়ল।
রসিকতা করে তারেক জিজ্ঞেস করে, 'পুলিশের তাড়া খেয়েছিস নাকি?'
'হু'
তারেক, সাকিব, সজল আবাক চোখে তাকায়। তারেক এবার কঠিন হয়ে বলল, 'পুলিশ? কেন?'
শুভ্র ক্লান্ত গলায় বলে, 'পানি খাব।'

সজল পানি এনে দেয়। শুভ্র এক নিশ্বাসে সবটুকু পানি খেয়ে নেয়। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারেক আর উত্তেজনা ধরে রাখতে পারে না - 'এবার বল কি হয়েছে?' শুভ্র এক এক করে সব খুলে বলে। সব শুনে সাকিব প্রশ্ন করে, 'তুই কখনও জানতে চাসনি প্যাকেটের ভেতরে কি?'
'জানতে চেয়েছিলাম। বলেছে আমার না জানলেও চলবে।'
'আমার প্রথম দিনই লোকটাকে কেমন জানি লেগেছিল। আমি তোকে বলেও ছিলাম। তুই তো সেদিন আমার কথা পাত্তাই দিলি না। তোকে মুরগী বানিয়েছে ড্রাগ ডেলিভারী দেয়ার জন্য।'
'বড় বাঁচা বাঁচে গেছিস।'
'রেষ্টুরেন্টের কাজটা বরং ছেড়ে দে। এমন লোকের সাথে উঠাবসা না থাকাই ভাল।'
'এই শুভ্র, তুই কি আমাদের কথা বুঝতে পারছিস?'
'দোস্ত, আমার খুব টায়ার্ড লাগছে। আমি একটু শুয়ে থাকতে চাই।'

শুভ্র ব্যাগ রেখে বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

১৪.

ওই ঘটনার পর শুভ্র কদিন কাজে গেল না। ধকল সামলে উঠতে কিছুদিন সময় লাগল। প্রথম প্রথম তো দরজায় কেউ টোকা দিলে ভয়ে মুখ শুকিয়ে যেত। মনে

হত পুলিশ বুঝি। পুলিশ অবশ্য আসেনি কখনও। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে এসে যদি হাজতবাস করতে হয়, সেই অপমানের চেয়ে বঙ্গের সন্তান বঙ্গে ফিরে যাওয়াই অনেক উত্তম মনে হল। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে জীবন আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করল। একটু সামলে উঠার পর, বুদ্ধদের পরামর্শ অনুযায়ী রেষ্টুরেন্টের কাজটা ছেড়ে দেওয়াই উচিত মনে করল। কাগজে মোড়ানো প্যাকেটে বিগ বি কি ডেলিভারী দিতে বললেন এটা না জেনে কাজটা করতে যাওয়া বোকামীর চূড়ান্ত হয়েছে সে বিষয়ে শুভ্রের কোন সন্দেহ রইল না। তাই রেষ্টুরেন্টকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্তে অটল রইল। তখনি মনে পড়ল রেষ্টুরেন্ট থেকে প্রায় দু সপ্তাহের বেতন বাকী। হিসাব করে দেখল প্রায় সাড়ে চারশ ডলারের মতন। শুভ্রের মতো একজন স্টুডেন্টের জন্য সাড়ে চারশ ডলারের মূল্য অনেক। একবার ভেবেছিল ভুলে যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ভুলতে পারল না। ঠিক করল বিগ বি-র সাথে দেখা করবে।

শুভ্র বিগ বি-র সাথে দেখা করতে বিগ বি-র রেষ্টুরেন্টে গেল। শুভ্র অফিসে ঢুকতেই বিগ বি প্রশ্ন করল, 'অ্যারে শুভ্র যে। কি হইছিল তোমার? এই কয়দিন আস নাই যে? অসুখ-বিসুখ নাতো? যাক আইসা ভালই করছ। আইজ কিচেনে যাওয়ার দরকার নাই।' টেবিলে কাগজে মোড়ানো আগের দিনের মতো একটা প্যাকেট দেখিয়ে বলল, 'এইটা এখনি ডেলিভারী দিতে হবে।'

শুভ্র কিছু না বলে দাঁড়িয়ে থাকল। বিগ বি বলল, 'কি হইল? যাও।'

'প্যাকেটের ভেতরে কি?'

'তোমারে তো আগেই বলছি, প্যাকেটের ভেতরে কি, সেইটা তোমার জানার দরকার নাই। এখন কথা না বাড়াইয়া কামে যাও।'

'বিগ বি, আমি আর ডেলিভারী দিতে যাব না। ঠিক করেছি রেষ্টুরেন্টেও আর কাজ করব না। আপনার কাছে আমার যা পাওনা আছে দিয়ে দেন, আমি চলে যাব।'

'কাজ করবা না কেন? আমরা কি তোমার কোন ক্ষতি করছি?'

শুভ্র আগের দিনের পুলিশী তল্লাশীর কথা বলে। তারপর বলে, 'এখন আমার টাকাটা দেন তাইলে আর কোন ঝামেলা করব না।'

বিগ বি কিছুক্ষণ ভাবে তারপর ড্রয়ার থেকে শুভ্রের পাওনা টাকা শুভ্রকে দেয়। শুভ্র টাকা গুনে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বিগ বি-র বডিগার্ড শুভ্রকে তাড়া করার জন্য উঠে দাঁড়ালে বিগ বি ইশারায় থামতে বলে - 'রেষ্টুরেন্টের ভিতরে না।'

রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে শুভ্রের নিজেকে খুব হাল্কা বোধ হল। মনেহল যেন বুকের উপর চেপে থাকা কয়েক শ মন ওজনের অদৃশ্য পাথরটা হঠাৎ করে নাই হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল। কখন যে চোখের পাতা এক হয়ে এসেছে খেয়াল নেই। শুভ্র স্বপ্ন দেখতে লাগল। দেখল বিয়ের আয়োজন চলছে। চারিদিকে একটা উৎসব উৎসব ভাব। সানাই বাজছে কিন্তু সানাইয়ের উৎস খুঁজে পাওয়া গেল না। শুভ্রদের ঢাকার সেন্ট্রাল রোডের বাসা সাজানো হয়েছে নিয়নের আলোয়। এমন কি বাড়ির বাউন্ডারীর ভেতর যে প্রকান্ড আম গাছ দুটো তারও সর্বাংগ নিওনের আলোয় আলোকিত। শুভ্র তার শোবার ঘরের সামনে একদল কিশোরীরকে দেখতে পেল। ঘরের দিকে এগুতে সবাই খিল খিল করতে করতে দরজার সামনে থেকে সরে গেল। সরে যাওয়া দেখে মনেহল তারা শুভ্রের আসার অপেক্ষায় ছিল। ভেতর থেকে লুনাকে বেরিয়ে আসতে দেখল। লুনা বলল, 'কি লজ্জা পাচ্ছ?'

শুভ্র উত্তর দিল, 'আমি কেন লজ্জা পাব? কার বিয়ে?'

'কার আবার, তোমার।'

'তাহলে তুমি বিয়ের সাজে সাজনি কেন?'

'বিয়ে তো তোমার। আমার না। তোমার বিয়ে আনার সাথে।'

শুভ্র কি একটা বলতে যাচ্ছিল তখনি বাইরে গাড়ির কড়া ব্রেকের প্রচন্ড শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানায় উঠে বসল। এমন একটা স্বপ্ন দেখার মানে কি কিছুই বুঝতে পারল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বিকেল হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় ক্লাস আছে। যাবার জন্য উঠে পড়ল।

যেতে যেতে লুনাকে মেসেজ দিল। বলল, 'ফ্রি থাকলে অনলাইনে এসো, ক্লাস শেষ হবে নটায়।' কিছুক্ষণ পর লুনাও মেসেজ দিল, 'ঠিক আছে দেখা হবে।' কথা মতো ক্লাস শেষে শুভ্র লুনার সাথে চ্যাট করতে বসে গেল। দুষ্ট-মিষ্টি অনেক কথা হল। এরই নাম লং ডিস্টেন্স রিলেশনশীপ। শুভ্র বিকেলে দেখা স্বপ্নের কথা বলল। লুনা শুনে বলল, 'তোমার এমন কোন ইচ্ছে থাকলে এখনি বলে দাও। তোমার জন্য অপেক্ষা করার পরিনতি যদি এই হয় তাহলে আমার এই আগলে রাখা যৌবন যে কদর করবে তাকে দেওয়াই তো ভাল। কি বল?' শুভ্র অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, 'কদর যে করবে তোমার, সে তো থাকে দূরে, ধৈর্য রাখ একটু আরও, আমি আসব জলদি ফিরে।' পরিবেশ হাল্কা করার জন্য কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল। এভাবে আরও কিছুক্ষণ মান-অভিমানের পালা চলল কিবোর্ডের বোতাম চেপে। তারপর ঘড়ির কাঁটা যখন বারোটা ছুঁই ছুঁই করে তখন শুভ্র বিদেয় জানাল।

শুভ্র বাড়ি ফিরে দেখল ফ্ল্যাটমেটরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিচেনে অল্প কিছু খেয়ে নিশব্দে অন্ধকারের মধ্যেই পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়ল। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল বালিশ আর ম্যাটট্রেসের মাঝে রুমমেটদের কেউ পোস্ট সপের সিল্প রেখে গেছে। সিল্পে শুভ্রের নাম লেখা। শুভ্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে পোস্ট সপে গেল। 'সুপ্রভাত' – শুভ্র সিল্পটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আমি কি এটা পেতে পারি?'

প্রতিত্তরে ক্যাউন্টারে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলা বলেন, '

সুপ্রভাত, অবশ্যই। তার আগে আমি কি তোমার আই ডি দেখতে পারি?'
শুভ্র লাইসেন্স বের করে দেখায়। মহিলা শুভ্রের দিকে সাইন করার খাতা এগিয়ে দিয়ে সাইন করতে বলে। শুভ্র সাইন করে সপের বাইরে এসে প্যাকেট খুলে দেখে লুনা গিফট পাঠিয়েছে। জন্মদিনের গিফট। নিজের জন্মদিন কথা শুভ্র নিজেই ভুলে ছিল। মনে পড়ল লুনার গিফট দেখে। গিফট পেয়ে দারুন খুশি। মান অভিমান সব ভুলে গেল। লুনা গিফট কার্ডে লিখেছে

*৩
'চাই গো আমি তোমায় চাই
শুধু তোমায় চাই
এই কথাটা সদাই মনে
বলতে যেন পাই।
জন্মদিনের শুভেচ্ছা নিও
আমার ঝন্টু সোনা!!!!'

ট্রেনে যেতে যেতে শুভ্র লুনাকে মেসেজ দিল,

*৪
'যতদূরেই থাক
রবে আমারি
হারিয়ে যেও না
কখনও তুমি
গিফট পেয়েছি, থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ।'

লিলিসে কাজ শেষে লোকার রুমে শুভ্রর সাথে আনার দেখা হল।
'হ্যালো শুভ্র, হ্যাপী বার্থ ডে টু ইউ।'
'থ্যাংক ইউ। কিন্তু তুমি জানলে কি করে যে আজ আমার শুভ জন্মদিন?'
আনা শুভ্রকে নোটিশ বোর্ড দেখায়, তারপর বলে, 'আমি তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি।'
'আমার জন্যে?'
'হু' - বলে লম্বাটে ধরণের একটা বিশাল বক্স এগিয়ে দেয়।
বাক্সের আকৃতি দেখে শুভ্র আরও অবাক হয়ে যায়। বলে, ' এইটা আমার জন্য?'
'হু তোমার জন্য। এখন খুলে দেখ।'
বাক্স খুলে ভেতরের জিনিস দেখে শুভ্রের চোখ আরও বড় বড় হয়ে যায়। আনার উপহারের নাম গীটার।
'দারুন। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আনা।'
'অনেক অনেক দিন বেঁচে থাক।'
'তুমি সত্যিই আনা দি গ্রেট। তুমি কি আজ ফ্রি আছ? আমাদের সেলিব্রেট করা উচিত।'
'তুমি চাইলে ফ্রি থাকতে পারি।'
'তাহলে চল।'
'কোথায় যাবে?'
'সার্কুলার কি যাবে?'
'আইডিয়া খারাপ না।'

দুজনে সার্কুলার কি-তে যাবার জন্য এজক্লিফ স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে পড়ল। টুরিষ্টদের তীর্থস্থান সার্কুলার কি। শুভ্র চারদিকে একটা উৎসবের আমেজ অনুভব করল। যেন শুভ্রর কারণে আজ সার্কুলার কি-কে সাজানো হয়েছে। পর্বত আকারের বিশাল কেক নিয়ে সবাই অপেক্ষা করছে। কেক কাটা মাত্রই বাজি ফোটানো হবে সার্কুলার কি-র পশ্চিমে সিডনী হারবারের উপর উত্তর-দক্ষিণ যোগকারী সেতু "হারবার ব্রিজ" আর পূর্বে নৌকার ছঁয়ের মতন "অপেরা হাউস" থেকে। বাস্তবে অবশ্য তার কিছু হল না। বরং শুভ্র ম্যানিব্যাগ খুলে দেখল ম্যানিব্যাগ মহাশুণ্য। বলল, 'সেলিব্রেট করতে মানি দরকার, তাই না?'
আনা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'আমার কাছে মাত্র পাঁচ ডলার আছে।'
'আজ তুমি আমার জন্য প্রেজেন্ট এনেছ। এবার আমার পালা। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। তুমি এখানে বস। আমি মিনিট বিশেকের মধ্যে ফিরে আসব। ততক্ষণ সংগীত উপভোগ কর।'
'তুমি কি বলছ শুভ্র, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।'

শুভ্র গীটার নিয়ে কিছুক্ষণ টিউন করল। তারপর মাথার ক্যাপ খুলে রাস্তায় রেখে গীটার বাজানো শুরু করল। শুভ্রর গীটার বাজানো দেখে আনা খুবই মুগ্ধ হল। এতটা ভাল শোনা যাবে তা হয়তো আনা আসা করেনি। আস্তে আস্তে বেশ কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে গেল গীটার শোনার জন্যে। কেউ কেউ আবার পাশ দিয়ে যাবার সময় ছুড়ে দিল এক বা দু ডলারের কয়েন। আস্তে আস্তে ভরে গেল শুভ্রর ক্যাপ। বাজানো শেষ করে সব গুছিয়ে আনার কাছে আসতে আনা বলল, 'তুমি এত ভাল বাজাও আমি ধারণাই করতে পারিনি।'
'থ্যাংক ইউ। তোমার কি খিদে পেয়েছে? আমার পেট চো চো করছে, চল কিছু খাই।' এই কথা বলে দুজনে একটা ইটালিয়ান পিৎজা সপে ঢুকে পড়ল।

১৫.

খাওয়া শেষ হলে আনাকে বাড়ি পৌঁছে দিল শুভ্র। তারপর লাকেম্বার ট্রেন ধরতে স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটছে আর ভাবছে কার মুখ দেখে যে আজ সকাল হয়েছিল, নইলে কি আর কপালে এই বিদেশ-বিভূঁয়ে দু দুটো উপহার লেখা থাকে। এক নারীর মমতা জোটানো কি কত কঠিন সেখানে দু নারীর আকর্ষণ, নিজেকে ভাগ্যবান ভাবতে ভাল লাগে। আবার একটু ভয়ও লাগে। পৃথিবী সূর্যের আকর্ষণে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘরে। কিন্তু হঠাৎ যদি সৌরজগতে আরেকটা সূর্যের আবির্ভাব ঘটে তখন পৃথিবী কোন সূর্যটাকে কেন্দ্র করে ঘুরবে। সেক্ষেত্রে কি আরেকটা কক্ষপথেরও আবির্ভাব ঘটবে, নাকি পৃথিবী নিজের চিরচেনা কক্ষপথই দুই

সূর্যের আকর্ষণে আরও জোরে ঘুরবে। কিন্তু মানুষের জীবন কি আর পৃথিবীর সাথে তুলনা করা চলে। জীবন কেটে যায় জীবনের নিয়মে। কখনও ঢিমেতালে, কখনও দুর্বার গতিতে। আর জীবনের গতি যেমনই হোক, মন মাতাল করা অপ্রত্যাশিত ঘটনা যখন ঘটে তখন তা উপভোগ করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। শুভ্রর তাই মনে হয়।

আনার বাসা থেকে ট্রেন স্টেশন দশ কি বারো মিনিটের হাঁটা পথ। স্টেশনের এই দিকটা একটু নির্জন। রাত খুব বেশী হয়নি। এমন সন্ধ্যা রাতে নির্জনতা নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই। দোকান পাট বলতে তেমন কিছু নেই এদিকটায়। স্টেশনের ওপাশটাতে একটা মাত্র দোকান খোলা। আলো দেখা যাচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, এপাশটায় ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যাই বেশী। দু একটা দোকান যা আছে ওগুলো শুধু দিনের বেলায় কারখানাগুলোতে শ্রমিকরা যখন কাজ করতে আসে শুধু তখনই খোলা থাকে। তবে কিছুদূর যাবার পর ফুটপাতের উপর এক মদ্দপকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। পরনের পোশাক দেখে মনে হয় ভিক্ষা আর সুরা পান করেই তার জীবন চলে। শুভ্র ভাবে, এতদিন দেখেছি অভাবের কারণে মানুষ গরীব হয়। এদেশে এসে জানলাম স্বভাবের কারণেও মানুষ গরীব হয়। এদের সাহায্য করার জন্য সরকার কত কিছু করার চেষ্টা করে যাচ্ছে আর এরা সরকারি সাহায্যে মদ সেবনকেই জীবনের লক্ষ্য মনে করে। তাহলে সেই গরীবকে তো স্বভাবের কারণেই গরীব বলতে হয়। কিন্তু আজ আর এই সব বিষয় নিয়ে ভাবে মনের মধ্য ভাল লাগা ভাবটার পরিবর্তন আনার কোন ইচ্ছা নেই। যার যা খুশি করুক।

আজ নির্ঘাত গীটার নিয়ে সাকিব, তারেক আর সজলের অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। মোবাইলে মেসেজ আসার রিংটোন বেজে উঠল। শুভ্র প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল বার করার সময় মোবাইল হাত ফোসকে মাটিতে পড়ে গেল। মোবাইল তোলার জন্য মাথা নিচু করতেই মাথার উপর কিছু একটা যেন সজোরে পাশের লাইট পোষ্টে আঘাত করল। শুভ্র নিজেকে সামলে নিয়ে পেছন থেকে আবার আঘাত এল। এবার সরাসরি পিঠের উপর। মনে হল কেউ জানো মুগুর চালিয়েছে। আঘাতের সিংহভাগ পড়ল পিঠে ঝুলানো গীটারের উপর। কড়াত করে শব্দ হল। গীটার আস্ত নেই বুঝতে দেরী হল না। শুভ্র সামনে ছিটকে পড়ল। কোনমতে সামলে নিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখে বিগ বি, বডিগার্ড আর তার সহযোগী দাঁড়িয়ে। নিশব্দে কখন যে পেছনে এসেছে শুভ্র টের পায়নি। বডিগার্ডের হাতে বেজবল ব্যাট আর সহযোগীর হাতে লোহার রড। অবস্থা ভয়াবহ বুঝতে সময় লাগল না। বডিগার্ড আর তার সহযোগী শুভ্রকে ঘিরে ধরল। সামনে যাবার উপায় নাই। শুভ্র পেছন দিকে দৌঁড়াতে শুরু করল। পেছন থেকে তাড়া করল বিগ বি আর তার সন্ত্রাসীরা। শুভ্রের ভয়ে ঘাম ছুটতে লাগল, পা ভারী হয়ে এল। যেন আর চলতে চাইছে না। কিন্তু জীবন বাঁচাতে চাইলে থামলে চলবে না। হাতের ডানে একটা কানা গলি দেখতে পেল। শুভ্র গলি ধরে এগিয়ে গেল। কিছুদূর যেতেই গলির শেষ মাথায় স্টেশনের আলো চোখে পড়ল। পায়ে মনেহয় কেউ পাথর বেঁধে দিয়েছে। পিঠে ভাঙ্গা গীটার নিয়ে পালানো আরও কঠিন হয়ে উঠেল। শুভ্রের গতি যত কমে বিগ বি আর তার বিগ বি-র সন্ত্রাসীদের গতি ততই বাড়ে। অনেক কষ্টে শুভ্র গলির শেষ মাথায় পৌঁছল। কিন্তু ততক্ষনে বিগ বি-র দলও ঘিরে ফেলল শুভ্রকে। এমন ভাবে ঘিরে ধরল যে পালাবার কোন পথ নেই। শুভ্র হাঁফাতে লাগল।

এত দ্রুত একটা অসম্ভব সুন্দর দিন কিভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠে জীবনের শেষ মূহুর্তে দাঁড়িয়ে তাই ভাবতে লাগল। মাথার উপরে বেসবল ব্যাট আর লোহার রড। এখনি নেমে এসে সজোরে আঘাত হানবে। ঠিক তখনি দিনের তৃতীয় অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটল। বিগ বি আর তার সহযোগীরা যেমন নিশব্দে শুভ্রের উপর হামলা চালিয়ে ছিল ঠিক তেমনি নিশব্দে রাস্তার টহল পুলিশ ওদের কে ঘিরে ধরল। পুলিশের সাইরেনে সবার হুশ হল। শুভ্র রাস্তার দুপাশে দুটো পুলিশের গাড়ি আর চারজন অস্ত্রধারী পুলিশ দেখতে পেল। একজন পুলিশ মাইকে যে যেখানে আছে সেখানে দাড়িঁয়ে যেতে নির্দেশ দিল। বডিগার্ড আর তার সহযোগীকে অস্ত্র ফেলে দিতে বলল। শুভ্র সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ভাবল এখনও দেখার তাহলে আছে অনেক বাকী। লুনার মেসেজ, আনার গীটার আর সৃষ্টিকর্তার কৃপায় সে যাত্রায় বেঁচে গেল শুভ্র।

প্রাথমিক চিকিৎসা আর পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর শুভ্র ছাড়া পেল। ভাঙ্গা গীটার বাড়ি ফিরার পথে একটা রাবিস বিনে ফেলে দিল। শুভ্র জানে আস্ত গীটার নিয়ে ফ্ল্যাটমেটদের যত প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হত ভাঙ্গা গীটার নিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হবে। শুভ্রের বাবা-মা জানতে পারলে চিন্তায় দুর্বল হয়ে পড়বেন। টেনশনে নানন ধরণের রোগ বাধিঁয়ে ফেলবেন। তাই সবার মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানোর চেয়ে নিজে শান্ত থাকাই ঠিক মনে হল। শুভ্র এই নিয়ে কারো সাথে কোন কথা বলল না। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক আচরণ করতে লাগল। যেন কিছুই হয়নি। আগের মতোই কাজ আর ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকল। সময় মতো এক্সজ্যাম দিয়ে সেমিষ্টার শেষ করল। মাঝে অবশ্য পুলিশের অনুরোধে কোর্টে হাজিরা দিতে হল। ওই সন্ধ্যের ঘটনায় বিগ বি আর তার চেলাদের অস্ত্রসহ ভয়াবহ শারিরীক নির্যাতনে থাকার অভিযোগে তিন বছরের জেল হয়। দু বছর পর আসামী প্যারোলের আবেদন করতে পারবে রায়ের শুনানীতে জাজ এই ঘোষণা দেন। শুভ্র কিছুদিনের জন্য হলেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

১৬.

যখন কিছুর প্রত্যাশায় মানুষ অপেক্ষার প্রহর গনে তখন সময় যেন তার স্বাভাবিক গতির চেয়ে আস্তে চলে। কিন্তু যদি এমন হয়, যার অপেক্ষায় আনন্দের পরিবর্তে জীবন নিয়ে সংশয় তৈরী হয় তখন সময় যেন দ্রুত ফুরিয়ে যায়। আনন্দক্ষণ ফুরায় চোখের পলকে, বেদনা সঙ্গী হয় সহজে। শুভ্রর মনেহয় তিন বছর যেন দ্রুতই ফুরিয়ে আসছে। তবে প্রথমবার বিগ বি-র প্যাকেট ডেলিভারী দিতে যেয়ে পুলিশের মুখোমুখি হওয়ার পর যতটা ভয় পেয়েছিল, সামলে নিতে যতটা সময় লেগেছিল, বিগ বি ও তার চেলাদের আক্রমনের পর সামলে নিতে শুভ্রর কম সময় লাগল। কিন্তু শুভ্র আগের থেকে একটু নীরব হয়ে গেল। সব কাজে উৎসাহে ভাটা পড়ল। সব ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে পারলেই যেন মুক্তি।

শুভ্রের নীরবতা ফ্ল্যাটমেটদের চোখ এড়াল না। একদিন সাকিব প্রশ্ন করল, 'তোর কি হয়েছে বলতো?'
শুভ্র শান্ত গলায় উত্তর দিল, 'কেন কি হবে?'
'তুই ইদানীং খুব চুপচাপ থাকিস। তোর মুখ দেখলে তো মনে হয় ভয়ানক একটা কিছু ঘটেছে। তোর বাসার সবাই ভাল তো? লুনার কি খবর?'
'সবই ঠিক আছে।' - মুখে একটু আলগা হাসি দিয়ে শুভ্র বলল। সাকিবের প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যে করে বলল, 'বাড়ি থেকে খবর পেয়েছি মা-র শরীরটা একটু খারাপ তাই চিন্তা লাগে। এখন তোর কথা বল। যব সার্চ করে কিছু পেলি?'
'পেয়েছি... অনেক রিজেকশন লেটার। শালার ইন্টারভিউ দিতে দিতে টায়ার্ড হয়ে গেছি। লাইফটা কেমন যেন পানসে হয়ে গেছে। কোন এক্সাইটমেন্ট নাই। কাজে যাওয়া, যব খোঁজা আর রিজেকশন লেটার পাওয়া। কি দারুন কম্বিনেশন। এভাবে যে আর কতদিন কামলা খাটতে হবে কে জানে। একটা প্রপার যব দরকার।'
'আজ কটা অ্যাপ্লাই করলি?'
'গোটা দশেক তো হবেই। তুই যে সেদিন ইন্টারভিউ দিয়েছিলি ওরা আর ফোন দিয়েছিল?'
'না। ওরা মনেহয় আমার কথাই ভুলে গেছে।'

তারেক এসে ঘরে ঢোকে। হাতে বেশ কিছু চিঠি। সাকিবকে একটা আর শুভ্রকে একটা চিঠি দেয়। সাকিব চিঠি পড়ে বলে, 'আবার শালা একি চিঠি। চিঠি খুললে কই থাকবে চাকরির অফার তানা আমার কাছে খালি আসে ক্রেডিট কার্ডের ইন্টারেষ্ট রেট বাড়ার খবর।'

শুভ্র নিজের চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে। অনেকদিন পর আরেকটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। ভাগ্যদেবী যেন শুভ্রর প্রতি মুখ তুলে চাইলেন। মনের মধ্যে দুঃখের যে চরা পড়েছিল মুহূর্তেই তা নাই হয়ে গেল। সাকিব জিজ্ঞেস করে, 'কিরে তোর কি খবর? এমন চুপ করে বসে আছিস কেন?' হঠাৎ শুভ্র "ইয়েস" বলে চিৎকার করে ওঠে। সাকিব আর তারেক ঘাবরে গিয়ে বলে 'কি হয়েছে দোস্ত?' শুভ্র জবাব দেয়, 'শেষ পর্যন্ত সোনার হরিনের দেখা মিলল। এই দেখ।'
সাকিব চিঠি পড়ে বলল, 'কনগ্রাচুলেশনস্ দোস্ত। একেবারে ছক্কা হাকিয়ে দিলি। বিজ্রবেন যাবি...আমাদের ছেড়ে। কোন সন্দেহ নাই আমরা তোকে মিস করব কিন্তু এমন দারুন খবরে সেলিব্রেট না করলে কি চলে? কোথায় খাওয়াবি বল?'
'সেলিব্রেট অবশ্যই করব দোস্ত, রাতে ফ্রি আছিস?'
'তু বললে বিজি সিডিউল ইজি করে নেব।'
'ওকে রাতে দেখা হবে। এখন ল্যাপটোপটা দে, একটা রেজিগনেশন লেটার টাইপ করেনি। লিলিসে আইল সাজানো অনেক হয়েছে। এবার আমি মুক্তি চাই।'
'নো ওয়ারিস্ মাইট' - বলে সাকিব ল্যাপটপ এগিয়ে দিল।

১৭.

লিলিসে পৌঁছে প্রথমে অফিস রুমে রেজিগনেশন লেটার জমা দিল শুভ্র। শেষ দিন আজ। একটা অধ্যায় শেষ হতে চলল। অফিস রুম থেকে বেরিয়ে আনাকে খুঁজল কিন্তু আনা তখনও আসেনি। শুভ্র কাজ শুরু করল। কাজের মাঝে এক ফাঁকে আনার সাথে দেখা হল। শুভ্র খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে কিছু জানাতে চাই।'
'আমারও তোমাকে কিছু বলার ছিল।' - আনার কণ্ঠ গম্ভীর।
'তাই, তাহলে লেডিস ফার্ষ্ট।'
তখনি আনাকে সার্ভিস ডেস্কে আসার অনুরোধ জানিয়ে মাইকে ডাকা হয়। আনা ইতস্তত করতে থাকে। যা বলতে চেয়েছিল তা আর বলা হয় না। শুভ্র আনার অবস্থা দেখে বলে, 'এখন বরং থাক। কাজের পর কথা হবে।'

কাজ শেষে শুভ্র আনাকে খোঁজে। কিন্তু আনাকে লিলিসের কোথাও খুঁজে পেলনা। বেশ কজনকে জিজ্ঞেস করল কিন্তু ফল একি হল। কেউ আনার খবর বলতে পারল না। ইদানীং আনার যে কি হয়েছে শুভ্র ভেবে পায়না। সম্পর্কটা আর আগের মতো নেই। আনা যেন এড়িয়ে যেতে চাইছে। মানুষ যখন দ্বিধাগ্রস্থ হয় তখন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। শুভ্র ভাবে তবে কি আনা এখন দ্বিধাগ্রস্থ?

আনাকে খুঁজে না পেয়ে শুভ্র ট্রেনের প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করল। প্ল্যাটফর্মে এসে দেখতে পেল গম্ভীর মুখে আনা এক কোনায় বসে আছে। শুভ্র পাশে বসতে বসতে বলল, 'আমি তোমাকে খুঁজে হয়রান আর তুমি এখানে বসে আছ।' আনা শুভ্রের দিকে

তাকিয়ে মুচকি হাসার চেষ্টা করে। হাসি দিয়ে বিষন্নতা লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা। শুভ্রের দৃষ্টি এড়ালো না। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জানতে চাইল, 'এখন বল, তুমি আমাকে কি বলতে চাইছিলে।'

'আমারটা পড়ে শুনো। তুমি যেন কি বলতে চাইছিলে সেটা বল।'

'আমি একটা যব পেয়েছি। এ প্রপার ওয়ান। বিজ্রবেনে। আমাকে খুব শীঘ্রই জয়েন করতে বলেছে।'

'দারুন খবর। তা কবে জয়েন করবে বলে ঠিক করেছ?'

'এই তো সপ্তাহখানেকের মধ্যে।'

'খুব ভাল লাগল।' একটু থেমে কণ্ঠ নিচু করে বলে, 'তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে।'

'কি যে বল না। আমাদের যোগাযোগ তো থাকবেই। প্লেনে উঠলেই তো দেড় ঘন্টার মধ্যে সিডনী চলে আসা যায়। এবার বল তুমি কি বলতে চেয়েছিলে।'

'শুভ্র যা বলতে চাই তা আমি আর নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছি না। দিন দিন প্রেসার বেরেই চলেছে।'

আনার কথার মাঝখানে শুভ্রের মোবাইলে মেসেজ আসার রিংটোন বেজে উঠে। বেশ কবার রিংটোন বেজে উঠল। কথার মাঝখানে বাঁধা পরায় আনার চিন্তা-ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। যেখানে থেমে ছিল সেখান থেকে আর এগুতে পারে না। মেসেজ আসা বন্ধ হলে শুভ্র প্রশ্ন করে, 'তুমি কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আনা বলল, 'প্লিজ শুভ্র, তুমি জান আমি কি বলতে চাইছি। তুমি চলে গেলে আমি খুব একা হয়ে যাব। আমি তোমাকে আমার মাথা থেকে তাড়াতে পারছিনা। অনেক চেষ্টা করেছি। নিজেকে অনেক কষ্টে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছি। কিন্তু যতই দূরে থাকতে চাইছি ততই আরও বেশী তোমার অস্তিত্ব অনুভব করছি। আমাকে স্বার্থপর ভেব না প্লিজ। আমি তোমাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইনা। সে খুব ভাগ্যবতী। মাঝে মাঝে মনেহয় আমাদের যদি আর একটু আগে দেখা হত। আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি।'

কথা বলতে বলতে আনার চোখ ভিজে গিয়েছিল। কথার এক ফাঁকে আনা চোখ মুছে বলে, 'আমার কথা শোনার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।' প্ল্যাটফর্মে আনার ট্রেন চলে আসে। আনা উঠে দাঁড়ায়। সাথে শুভ্রও। প্রিয় মানুষের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় অধরে সাথে অধরের স্পর্শ আনার এলাকার রীতি। সেই রীতি প্রতি শ্রদ্ধা থেকে আনা শুভ্রের দিকে এগোয় তখনি আবার মেসেজ আসার রিংটোন বেজে ওঠে। অধরে অধরে স্পর্শ অধরা থেকে যায়। শুভ্র কি করবে ভেবে পায় না। শুধু বলে, 'তোমার জন্য আমি কি কিছু করতে পারি?'

'হু...তুমি মেসেজ রিপ্লাই দিতে পার।' - লাল মুখটাতে কষ্টের হাসি ফুটিয়ে জবাব দেয় আনা। 'ভাল থেকো।'

আনা ট্রেনে উঠে পড়ে। চোখ টল মলে। একটু নাড়া দিলে যেন জল ছলকে পড়বে। এতদিনের পরিচয়ে শুভ্র আনাকে কখনো কাঁদতে দেখেনি। কখনো সেরকম পরিস্থিতি তৈরী হয়নি। আনার ভেজা চোখ শুভ্রকে অস্থির করে তোলে। অশ্রু কখনো শুভ্রকে আকৃষ্ট করেনি। অশ্রু দুর্বলতার বহিপ্রকাশ ছাড়া আর কি। কিন্তু আজ তাই ই শুভ্রর অস্থিরতার কারণ।

আনার সাথে ট্রেনে উঠে গেলে কেমন হয়? শুভ্র ভাবে। ভাবনার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি-তর্কে চেয়ে আবেগের প্রাধান্যই বেশী। নিজের উপর একধরণের চাপ অনুভব করে শুভ্র। আর তার ফল স্বরুপ আশেপাশের সহযাত্রীদের হইচই, ট্রেনের আসা যাওয়ার শব্দ একধরণের ঘোর লাগা পরিবেশ তৈরী করে। শুভ্র শুনতে পায় কে যেন শুভ্রকে ডাকছে। শুভ্র পাল্টা প্রশ্ন করে, 'কে?'

'কে আবার...আমি শুভ্র।'

'তুমি কি বলছ? আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। আমি কি নিজের সাথে নিজে কথা বলছি নাকি?'

'বললে অসুবিধা কি? কখনো শোননি নাকি? মানুষ যখন কথা বলার লোক না পায় তখন নিজের সাথে নিজে কথা বলে। আত্মকথন মনের চাপ কমায়।'

'কিন্তু তুমি যদি আমি হও তাহলে তো তোমার আর আমার আবেগ-অনুভূতি সব এক হওয়া উচিত। এমন একটা অস্থির মুহুর্তে তুমি স্থির আছ কিভাবে?'

'তোমার মনে এত প্রশ্ন কেন? শিশুরা অনেক প্রশ্ন করে আর তুমি তো শিশু নও। এটা বুঝতে যে কেন তোমার এত কষ্ট হচ্ছে?ঠিক আছে তোমার জন্য বলছি...আমরা যদিও একি দেহে শেয়ার করি তবে বাস করি মস্তিষ্কের দুই ভিন্ন কুঠুরীতে। মানে হচ্ছে তুমি থাক চেতন মনে আর আমার অবস্থান অবচেতন মনে। এখান থেকে মাঝে মাঝে আমি তোমাকে স্বপ্ন তৈরী করে দেখাই। আনার সাথে তোমার বিয়ে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি অন্য অনেক স্বপ্নের মতো এটাও ভুলে যাবে। এখন দেখছি ভুলে তো যাওনি উল্টো তাই নিয়ে অস্থির হয়ে আছ।'

'সব এলোমেলো লাগছে। আমি ঠিক মতো কিছু ভাবতে পারছি না। খুব দুর্বল লাগছে।'

'বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মতো কথা বলছ কেন? জীবনটা অনেক বিচিত্র। শুধু আবেগ দিয়ে কি আর জীবন চলে? আবেগের সাথে যুক্তির সঠিক মিশ্রণ ঘটাতে হয়। তুমি শুধু আবেগের ব্যবহার করছ। এটাতো আমার কাজ। নিজের কাজ রেখে অন্যের কাজ করতে গেলে তো দুর্বল লাগবেই। তুমি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। কেউ দু ফোঁটা চোখের জল ফেললেই কি সে জলে পিছলে পড়তে হবে নাকি।'

'বন্ধু হিসেবে আমার কি উচিত না ওকে স্বান্ত্বনা দেওয়া?'

'একবার পিছলে পড়েও দেখি তোমার শখ মেটেনি। আবার পড়তে চাও। তাতে যদি শরীরের কলকব্জা ভেঙ্গে

যায় উঠে দাঁড়াবে কি করে?'

'ওর সম্পর্কে তোমার এত নেগেটিভ আইডিয়া কেন? একদিন তো তুমিই আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলে এখন কেন এমন করে বলছ?'

'স্বপ্ন যেদিন দেখিয়েছিলাম সেদিন ভেবেছিলাম তোমার সাথে একটু মজা করি। ভেবেছিলাম বিনামূল্যের স্বপ্নে তোমার একঘেয়ে জীবনে যদি একটু বৈচিত্র আসে। ভেব না তুমি এখন দুর্বল তাই আমার কথা শুনে তোমার বিরক্ত লাগছে। কিন্তু একদিন তুমিই আমার যুক্তির জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেবে।'

'কিন্তু আমি যে কিছুতেই আনাকে মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না।'

'তুমি তো দেখি খুব বোকা ছেলে। লুনার সাথে তোমার এতদিনের পরিচয়, বুনেছ কত স্বপ্নের কাব্য আর আরেকজনের সামান্য চোখের জলে সে স্বপ্ন মুছে দিতে চাইছ। বন্ধু হিসেবে আনার জুড়ি মেলা ভাড় হলে লুনা কম কিসে? সেওতো তোমার বন্ধু, তোমাকে ভালবেসেছে, তোমার সাথে ঘর সাজাবার রঙ্গীন স্বপ্ন দেখে, সব সময় তোমার চিন্তায় মগ্ন থাকে। শুধু তোমার সামনে চোখের জল ফেলতে পারছে না বলে তুমি পাত্তাই দিচ্ছ না। প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন করতে চাও পরে যদি দেখ ট্রেন ভুল জায়গায় নিয়ে গেছে, তখন কিন্তু ফেরার ট্রেন খুঁজে পাবে না। দেখ একটা ভুলের জন্য বাকী জীবনটা না "হীরা ফেলে কাচ তুলে, যে ভুলে তোমারে ভুলে" পাঠ করতে করতে পার করতে হয়।'

'আচ্ছা বলত আনাকে নিয়ে এই ক্ষণিকের ভাবনা কি লুনার সাথে প্রতারণার সামিল?'

'তা হতে যাবে কেন? ভাবলেই কি সব হয়ে যায়? তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যদি সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষনা দেয় তারাই বিশ্ব চাম্পিয়ন তাহলে কি তারা চাম্পিয়ন হয়ে গেল? চাম্পিয়ন হতে গেলে সবাইকে হারিয়ে তাদেরকে প্রমান করতে হবে যে তারা চাম্পিয়ন। আমার কথা কি বুঝতে পারছ? মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাবনা কাজে পরিণত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাবনায় কিছু আসে যায় না। সো নো চিন্তা ডু ফুর্তি।'

'এতক্ষণ তো সব ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছিলে। এখন আবার ফিলসফি কপচাচ্ছ।'

তখনি ট্রেনের ড্রাইভার ডানে-বায়ে দেখে উইসেল বাজাল। কয়েক মুহুর্তের মধ্যে ট্রেন ধীর গতিতে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাবে। ট্রেনের গেট ধীরে ধীরে বন্ধ হল। শুভ্র আনার চলে যাওয়া দেখল। আবার মেসেজের রিংটোনে শুভ্র ভাবনার জগৎ ছেড়ে বাস্তবে ফিরে এল। মেসেজ খুলে দেখে, লুনা লিখেছে, 'এইটুকু মনে রেখ, ভালবাসি সবসময়।' শুভ্রর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটল। প্ল্যাটফর্মে লাকেম্বার ট্রেন এলে শুভ্র উঠে পড়ল।

---

*১ কোথায় - কথা ও সূর - রাগা
*২ আমার প্রতিচ্ছবি - কথা ও সূর - অর্থহীন
*৩ সংগ্রহ
*৪ যতদূরেই - কথা ও সূর - ওয়ারফেইজ